তুমি পরাভব হও তবে সে লজ্জার কথা লিখিয়া কি জানাইব অতএব যদি আপনি প্রণয় কর তবে আমিয়া গিয়া তোমার সহিত সাক্ষ্যাত করি। এক চতুরা স্ত্রিলোকের হস্তে এইরূপ লিখিত পত্র দিয়া দশসহস্র যুবতীসেনা সঙ্গে দিয়া দূত স্বরূপ পাঠাইল, যখন সে আইল ছেকন্দর তাহাকে জথেষ্ঠ সমাদর করিয়া আপনার নিকট বসাইয়া লিপি জ্ঞাত হইয়া কহিলেন আমি পৃথিবী ভ্রমন করিতেছি তোমার দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিনাই, যে কেহ আমার সঙ্গে প্রণয় না করিয়া যুদ্ধাআকাঙ্খী হয় তাহার সহিত সুতরাং যুদ্ধ করিতে হয়। আমার বাঞ্ছা তোমার দিগের নগর ও বাদসাহকে দেখিব তদভিন্ন আমা হইতে তোমার দিগের কোন ক্ষতি হইবেনা দূত এইকথা শুনিয়া ছেকন্দরের স্থানে বিদায় হইয়া আপন বাদসাহকে সমস্ত জ্ঞাত করিল; পরে বাদসাহ পণ্ডিত ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলে তাহারা কহিল যদি আসিতে নিষেধ কর তবে তাহার সঙ্গে অনেক সেনা আছে বল প্রকাশ করিয়া আসিবে তুমি তাহা রক্ষা করিতে গেলে যুদ্ধ হইবে অতএব তাহাকে আনিতে অনুমতি কর ইহাতে ক্ষেতি নাই তদন্তর সেই দূত দ্বারা ছেকন্দরকে আসিতে কহিয়া পাঠাইলেন, দূত আসিয়া ছেকন্দরকে জাইতে কহিলে ছেকন্দর ঐ দূতের সঙ্গে সসৈন্যে চলিলেন, দুইদিবসের পর এক পর্ব্বতের নিকট পৌছিয়া বরফে সকলে ক্লেশযুক্ত হইলেন কিন্তু দুই দিবসের পথে বরফ ছিল; তৎপরে এক লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তথাকার মনুষ্য অতি বিকটাকার কৃষ্ণ বর্ণ, তাহারা কহিল আমার দিগের দেশে কখন, অন্য দেশের

লোক আসিতে দেখিনাই। সেখান হইতে কয়েক দিনপরে স্ত্রিলোক দিগের রাজ ধানিতে পৌছিলেন ছেকন্দর সেই স্ত্রি বাদসাহর সহিত সাক্ষ্যাত হইলে অনেক সমাদর পূর্ব্বক আপন তক্তে বসাইয়া রত্নাদি অনেক উপঢৌকন প্রদান করিলেন। পর দিবস ছেকন্দর সেই নগর সমুদয় দেখিয়া স্ত্রি বাদসাহকে কহিলেন তোমার দেশে সকলি স্ত্রিলোক এখানে সন্তান উৎপত্তি কি প্রকারে হয়? সে কহিল এই দেশে এক শ্বেত বর্ণ জলময় পুষ্করনী আছে যাহারসন্তানের বাঞ্ছা হয় সে ঐ পুষ্করনীতে স্নান করিয়া সেই জল পান করে তাহাতেই তাহার গর্ভ হয়; কিন্তু পুত্র হইলে নগরের বাহিরে যে স্থানে আপনি প্রথম আসিয়াছিলেন সেইস্থানে পুরুসেরা বাস করে সেইস্থানে বালক রাখিয়া আইসে এবং কন্যা হইলে এই নগর মধ্যে আনায়ন করে। ইহা ছেকন্দর শুনিয়া আশ্চার্য্য জ্ঞান করিলেন; কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া ও দেখিয়া সে স্থানহইতে যাত্রা করিয়া কয়েক দিবস পরে আর এক দেশে পৌছিলেন, তথাকার মনুষ্য অতিদির্ঘা কার ও বলবান তাহার দিগের কেশ রক্ত রঙ্গ কাহার বা পিতবর্ন্ত তাহার দিগের কয়েক জন ছেকন্দরের সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া অনেক দ্রব্য উপঢৌকন দিল; ছেকন্দর তাহার দিগকে সমাদর করিয়া নিকটে বসাইলেন তখন এক বৃদ্ধ কহিল এই নগরের প্রান্তভাগে এক পুষ্করিণী আছে তাহার জল এপর্য্যন্ত কেহ পান করে নাই, তাহাতে এক আশ্চার্য্য এই যে সুর্য্য উদয় হইয়া সন্ধের সময় সেই পুষ্করিণি মধ্যে পড়িয়া অদর্শন হন তাহাতে অন্ধকার ময় হয়, আর ঐ পুষ্ক

রণীর পারে সর্ব্বদা ঘোর অন্ধকার এপ্রযুক্ত কেহ কখন গমন করে নাই; কিন্তু পূর্ব্বাপর এই জনশ্রুতি দ্বারা শ্রুত আছি যে ঐ পুষ্করণীর পারে অন্ধকারের মধ্যে কয়েক দিন গমন করিলে পরে আর এক পুষ্করণী আছে তাহার নাম অমৃত কুণ্ড তাহার জল পান করিলে অজর অমর হয় আর ঐ জলে স্নান করিলে সরির নিষ্পাপি হয়, ছেকন্দর এই কথা শুনিয়া অমৃত কুণ্ড দর্শনের বাঞ্ছিত হইলেন ॥

ছেকন্দরের অমৃত কুণ্ড দর্শনে গমন।

ছেকন্দর ঐনগরে সমস্ত সেনা ও দ্রব্যাদি রাখিয়া দুই সহস্র লোক ও চল্লিষ দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া ঐ স্থান হইতে অমৃত কুণ্ড দরসণাখি হইয়া যাত্রা করিলেন খেজর নামক একজন সর্ব্বাগ্রে পথ প্রদর্শকরূপে চলিল, আর২ লোক তাহার পশ্চাৎ তাহার সব্দ অনুসারে চলিল ছেকন্দরের নিকটে দুইখান মানিক রত্ন এমত উজ্জল ছিল যে অন্ধকারে রাখিলে দিবসের ন্যায় উজ্জল জোতি হইত তাহারি একখান আপনার নিকটে রাখিলেন; আর একখান খেজরকে দিয়া কহিলেন তুমি এইমানিক হস্তে করিয়া অগ্রসর হওইহারি জোতিতে তুমি অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবা এবং তোমার পশ্চাত যাহারা যাইতেছে তাহার ও ঐ আলোক দেখিয়া জাইবেক ঐ অন্ধকারের মধ্যে দুইদিবা রাত্রির পর তৃতীয়দিবসে খেজর এক দুই মুখ পথের নিকটে উপস্থিত হইয়া খেজর জে পথে চলিল আর২ সকলকে সেই পথে আসিতে ডাকিলে তাহারা খেজরের সব্দ শুনিতে নাপাইয়া

ঐ দুই মুখ পথের অন্য পথে গমন করিল, খেজর যে পথে গমন করিয়া ছিল কিছু দূর গিয়া অমৃত কুণ্ডের তীরে পৌঁছিয়া সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া ও জলপান করিয়া ছেকন্দরের অনুসন্ধান করিতে পুনর্ব্বার সেই দুই মুখ পথে গেল। ছেকন্দর যে পথে গমন করিয়াছিলেন কথক দূর গিয়া অন্ধকার ত্যাগ করিয়া আলোকময় স্থানে আসিয়া কিঞ্চিদ্দূরে এক উচ্চ পর্ব্বত দেখিয়া তন্নিকটবর্ত্তি হইলে পর্ব্বতের উপর এক বৃক্ষেতে অনেক গুলীন সবুজবর্ণের পক্ষি বসিয়া রোমি ভাষায় কথোপকথন করিতেছে, ক্রমে ছেকন্দর ঐ বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলে ঐ পক্ষিগণ রোমি ভাষায় কহিল অহে ছেকন্দর তুমি সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করিয়াছ আর কি অনুসন্ধান করিতেছ আর কি প্রয়াস আছে আপনি একাকি এই পর্ব্বতের উপরে গিয়া কি আছে তাহা দেখ? ছেকন্দর পক্ষির বাক্য শুনিয়া একাকি পদব্রজে ঐ শিখরোপরি উঠিয়া দেখিলেন যে ছরাফিল নামক ঈশ্বরের এক প্রধান দূত এক শিঙ্গা হস্তে ধরিয়া মুখে সংলগ্ন করিয়া বায়ুতে মুখ পুষ্টিত করিয়া এই মানসে রোদন করিতেছে যে ঈশ্বর কোন ক্ষণে সৃষ্টি নাশ করিতে আজ্ঞা করিবেন; যদি আমার শিঙ্গার ফুঁক দিতে বিলম্ব হয় তবেই ঈশ্বরের সন্নিধানে সাপরাধি হইব। ছেকন্দর তাহার নিকটে পৌঁছিলে বজ্রের ন্যায় শব্দে এই বাক্য ছেকন্দরের শ্রুতি গোচর হইল, ওরে ঈশ্বরের দাস? তুই এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া আসিয়া ছিস তোর কর্ম্মে এই শিঙ্গার সব্দ এক দিন যাইবে আর তাজ তক্তের লোভে কেন পরিশ্রম করিতেছিস পারত্রিকের পথের সম্বল কর। ছেক

ন্দর কহিল আমার প্রালব্ধে এ জর্ম্মে কেবল ভ্রমন লিখিয়া ছেন ইহা কহিয়া সেইখানে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে২ আসিয়া দেখেন পুনরায় খেজর আসিয়াছে; তাহার সঙ্গে পুনর্ব্বার অন্ধকারের মধ্যে চলিয়া কথক দূর গমন করিলে পর্ব্বত হইতে এই শব্দ হইল যে কেহ এই পর্ব্বতের প্রস্তর লইবে সে লজ্জিত হইবে যে না লইবে সেও লজ্জিত হইবে; সকল লোক এই শব্দ শুনিয়া পরস্পারকহিল এ প্রস্তর লওয়া ও না লওয়া অন্য লজ্জিত হইতে হইবেক। এ অন্ধকার হইতে প্রাণ লইয়া জাওয়াই দুস্কর পাথরের বোঝা বহনের আবিস্যক কিআছে; কেহ কহিল কিঞ্চিৎ লইয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই রূপ কেহ অধিক কেহবা অল্প লইল কেহ লইলনা; পরে তথা হইতে কথক দূর গিয়া অমৃতকুণ্ড নাপাইয়া পুনরায় আলোকে পৌছিলেন। তখন হাকিমেরা সেই প্রস্তর দেখিয়া কহিলেন ইহার নাম এাকুত সবজ (অর্থাৎ পান্না) ইহা শুনিয়া সকলে খিদ্যমান হইল, ছেকন্দর সেইস্থানে থাকিয়া বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিয়া কথক দূর গিয়া এক নগর দর্শ্শণ করত সেইস্থানে গমন করিলেন; তথাকার লোকেরা সৈন্যের কোলাহল শুনিয়া দেখিতে আইলে ছেকন্দর তাহারদিগকে নিকটে আনাইয়া সমাদর পূর্ব্বক কহিলেন এ কোন দেশ এখানকার বাদসাহ কে? তাহারা কহিল এদেশের নাম বাখ্তর এখনে বাদসাহ কিম্বা রাজা কেহ নাই, আমরা কথক গুলিন সামান্য লোক এই দেশে বাস করি আমার দিগের এক উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে, আপনি বাদসাহ আমাদিগকে সেই আপদ

হইতে রক্ষা কর নতুবা আমরা সকলে এ দেশ ত্যাগ করিয়া আপনার সঙ্গে জাইব; ছেকন্দর কহিল কি আপদ গ্রস্ত তোমরা হইয়াছ? তাহারা কহিল আমারদিগের দেশে এয়াজুজ মাজুজ নামক এক প্রকার দৈত্যর উৎপাত হইয়াছে। ছেকন্দর কহিল তাহার দিগের আকার প্রকার আহার কি কি প্রকার তাহা বল আর কি উৎপাত করে? তাহারা কহিল আমারদিগের দেশের প্রান্তভাগে এক পর্ব্বত আছে সেই পর্ব্বতে এয়াজুজ মাজুজ নামে দৈত্য সকল বাস করে; শীত কালে ঐ পর্ব্বতে থাকে শীতান্তে এদেশে আসিতে আরম্ভ করে তাহার দিগের আকার ও খাদ্যের বিশয় কহি শ্রবণ কর; তাহার দিগের আকার মুখ ঘোটকের ন্যায়, চক্ষু রক্ত বর্ণ জিহ্বা কৃষ্ণ বর্ণ, দন্ত শুকরেরমত, আর শুকরের ন্যায় লোম সর্ব্বাঙ্গে; কর্ণ অতি দীর্ঘ তাহারা এক কর্ণ পাতিয়া শয়ন করে এক কর্ণ গাত্রে আচ্ছাদনকরে এবং শুকরের ন্যায় দশবারটা কাহারো অধিক সাবক একেবারেই জন্মে; কখন দুই পায় কখন চারিপায় চলে; যখন পাঁচ সাতটা একত্র হইয়া চিৎকার করে অখন বজ্রাঘাতের অপিক্ষা অধিক শব্দ বোধ হয় আর আহার গো মহিসছাগ ইত্যাদি এবং শস্য মাত্র সকলি আহার করে মনুস্যকে প্রায় আহার করে না কদাচিত কখন তাহারদিগের নিকট আমরা জাইতে পারিনা। শীতকালে অতি কৃষ ও দুর্ব্বল হয় এপ্রযুক্ত এস্থান হইতে পর্ব্বতোপরি বাস করে; এ দেশে কেহ প্রধান বাদসাহ নাই আর অন্য কোন বাদসাহ কখন আইসে নাই যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার দিগের এ আপদ হইতে রক্ষা না কর তবে আমার

দিগেকে সঙ্গে লইয়া চল। ছেকন্দর ইহা শুনিয়া হকিম দিগকে কহিলেন তোমরা সকলে পরামর্শ করিয়া যাহাতে এআপদ হইতে এ দেশ রক্ষা পায় তাহার উপায় স্থির কর। হকিমেরা অনেক বিবেচনা করিয়া কহিলেন সপ্ত ধাতু অর্থাৎ লোহা, তাম্বা; রাঙ্গা; সিসা; দস্তা প্রভৃতি একত্র গলাইয়া নগর বাহিরে তাহার দিগের গমনা গমনের পথে এক প্রাচির নির্মাণ করিলে তাহা ভগ্ন করিয়া আসিতে পারিবেনা। ছেকন্দর ইহা শুনিয়া তথাকার মনুষ্যদিগকে কহিলেন যে ধন ব্যায় যত হইবে তাহা আমি করিব তোমরা আমার সঙ্গে থাকিয়া পরিশ্রম কর; পরে ছেকন্দর নানা দেশে লোক পাঠাইয়া কর্মকার কাঁসারি প্রভৃতি অনেক কারিকর ও লৌহ তাম্বাইত্যাদি ধাতু সকল আনাইয়া এয়াজুজমাজুজ যে পর্ব্বতে থাকিত তাহার চতুর্দিগ বেষ্টিত করিয়া পাঁচশত গজ উচ্চ এক শত গজ প্রস্থ সপ্ত ধাতুর প্রাচির দুই বৎসরে সমাপ্ত করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিয়া একমাস ভ্রমনানন্তর এক পর্ব্বতের নিকট পৌছিলেন তথায় আসিয়া দেখিলেন ঐ পর্ব্বতোপরি এক ফিরোজার শৃঙ্গ তাহার উপরি ভাগে এক জরদ এয়াকুতের এক অট্টালিকা (অর্থাৎ পোকরাগের বাড়ি) তাহার উপর উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেই বাটির সকল গৃহে বেল ওয়ারি লণ্টন ঐ বাটির মধ্যে এক পুষ্করণী সেই পুষ্করণীর ধারে স্বর্ণ নির্মিত তক্তার উপর কর্পূরের শয্যায় এক পুরুষ নিদ্রিত আছে; তাহারসরিরে এক শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদিত তাহার সরির মমুসার ন্যায় মুখ শুকরের ন্যায় তাহার নিকট এক মানিক আছে তাহার জ্যোতিতে সেই বাটি দিবা রাত্রি উলজ্জ্ব

রহিয়াছে। ছেকন্দর এই সকল আশ্চার্য্য দৃষ্টি করিতেছে এমত সময়ে এই শব্দ হইল; তুমি পৃথিবীতে অনেক আশ্চার্য্য দরসন করিলে এমত আর কেহ্ দেখেনাই, তুমি এস্থানহইতে প্রস্থান কর তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে। ছেকন্দর এই শব্দ শুনিয়া সে স্থান হইতে নিম্নে আসিয়া হকিম ও পণ্ডিত দিগের ঐ পুরুষের ও বাটির বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ? তাহারা কহিল আমরা গ্রন্থাদি দ্বারা জ্ঞাতআছি, পূর্ব্বে কোন কালে কেনয়ান্ দেশে সদ্দাদ নামক একজন অতি প্রধান বাদসাহ সে এক বৈকুণ্ঠ নির্ম্মান করিয়াছিল যখন সে ঐ বৈকুণ্ঠ দেখিতে আসিয়া দ্বারের মধ্যে এক পদ আর এক পদ বাহিরে ছিল সেই সময় তাহার মৃত্যু হইল। সদ্দাদ জীবদ্দশায় লোককে কহিয়াছিল যে আমাকে সকলে ঈশ্বর কহিবা, তাহার মৃত্যু হইলে পর সেই পাপে শুকরের ন্যায় মুখ হইল। তাহাকে সম্ম তক্তে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে তাহার মৃত্যু সরির ঐরূপ চিরকাল থাকি বে কখন নষ্ট হবেনা; ছেকন্দর ইহা শুনিয়া সেস্থান হইতে গমন করিয়া কয়েক দিবস পরে এক নগর ও লোকালয় দেখিয়া সেস্থানে আইলেন তাহারাও বাদসাহকে দেখিতে আইল; বাদসাহ তাহারদিগের নিকট ডাকিয়া সমাদর করি লেন তাহারা কহিল আমারদিগের দেশে এক জোড়া বক্তা বৃক্ষ আছে যেমন দুই মনুস্য উভয়ে উভয়ের গলদেশে হস্তা- র্পণ করিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার দিগের মস্তকোপরি সাখা পল্লবাদি আছে তাহার একটা পুরুষ একটাস্ত্রি

তাহার দিগের কোন প্রস্ত করিলে তাহারা যাহা হইবে তাহা
ই উত্তর করে; পুরুষাকার বৃক্ষ দিবসে উত্তর করে আর স্ত্রি
আকার বৃক্ষ রাত্রিকালে উত্তর প্রদান করে ছেকন্দর কহিল
সে বৃক্ষ কোথায় আর কি রূপ বাক্য কহে আমি দেখিতে ও
শুনিতে বাঞ্ছা করি? সে কহিল এ বৃক্ষের বাক্য এখান
কার পণ্ডিত দিগের মধ্যে কেহ২ বুঝিতে পারে সকলে
বুঝিতে পারেনা, বাদসাহ কহিলেন যে পণ্ডিত বৃক্ষের বাক্য
বুঝিতে পারে তাহাকে আনাইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই
বৃক্ষের নিকট চল; তাহারা একজন পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া
ছেকন্দরকে সেই বৃক্ষের নিকট লইয়া গেল, ছেকন্দর সেই
বৃক্ষের সম্মুখে দাড়াইবা মাত্র বৃক্ষের শাখা পল্লব হইতে এক
শব্দ হইল। ছেকন্দর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ বৃক্ষ
কি কহিতেছে? পণ্ডিত কহিল বৃক্ষ কহিলেন এই যে আপ
নার নাম ছেকন্দর বাদশাহ এ ব্যাক্তি প্রায় সমস্ত পৃথিবী
ভ্রমন পূর্ব্বক অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া পৃথ্বি পতি হইয়াছে
এবং অনেক আশ্চার্য্য সন্দর্শন করিয়াছে আর চতুর্দ্দশ বৎ
সর পরে লোকান্তর গমন করিবেক। ছেকন্দর বৃক্ষকে
জিজ্ঞাসা করিলেন এই চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যে আপন জর্ম্মভূমি
রোম দেশে পৌছিতে পারিবো কি না? বৃক্ষ কহিল তুমি
রোম দেশে পৌছিতে পারিবা না। ছেকন্দর পুনরায় জি
জ্ঞাসা করিলেন আমার মাতা ও পরিবার এবং অন্তরঙ্গ দি
গের সহিত সাক্ষ্যাত হইবে কি না? বৃক্ষ কহিল তোমার
মাতা কি পরিবার কি আত্মিয় কাহার সহিত সাক্ষ্যাত হই
বেনা; রোমের নিকট কেছান নামে এক নগর আছে সেই

নগরে তোমার মৃত্যু হইবেক। পরে ছেকন্দর তথা হইতে যাত্রা করিয়া অনেক পাহাড় পর্ব্বত বন উপবন নদ নদী পর্য্যাটন উত্তীর্ণ হইয়া চল্লিশ দিন পরে চিন দেশীয় সমুদ্রের ধারে পৌছিলেন, সেই স্থানে থাকিয়া আপনার সঙ্গে যে সর্ব্বোপরি প্রধান ছিল তাহাকে সমস্ত কর্ম্মের ভারাপর্ণ করিয়া এক পত্র লইয়া আপনি দুত হইয়া চিন দেশের বাদসাহ ফগফুরের নিকট গমন করিলেন। চিনের বাদসাহ ছেকন্দরের দুতের আগমন শুনিয়া আপনার সভাসত পণ্ডিত কয়েক জনকে কথক গুলিন লোক সঙ্গে দিয়া অগসর পাঠাইলেন যখন দুত তাহার দিগের সঙ্গে চিনের বাদসাহর নিকট পৌছিলে তখন চিনের বাদসাহ অনেক সমাদর পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া আপন নিকটে এক স্বর্ণময় সিংহাসনে বসাইলেন আর আপনার একবাটিতে বাসাদিয়া নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য পাটাইয়া সে দিবস বিদায় করিলেন, পর দিবস প্রাতে ফগফুর চিন ছেকন্দরের দুতকে ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন। দুত আসিয়া রিতী মত ছেলাম করিয়া ছেকন্দরের পত্র দিয়া আর বাচনিক যাহা কহিবার তাহা কহিলেন, চিনের বাদসাহ পত্র পাঠ করিতে আপন মুনসিকে আজ্ঞা করিলেন; মুনসি পত্র খুলিয়া পাঠ করিল যে ঈশ্বরের অনুগ্রহতে পৃথিপতি ছেকন্দর বাদসাহ ফগফুর চিনকে লিখিতেছেন, আমার আজ্ঞায় তোমার অধিন দেশ সকল সর্ব্বদা আবাদ করিবা, আর আমার সহিত আসিয়া সাক্ষ্যাত করিবা আর যদি আমার এ আজ্ঞা লংঘন করিয়া যুদ্ধের মানস কর তবে দারা প্রভৃতি অনেক বাদসাহ আমার

সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নষ্ট হইয়াছে তাহা শুনিয়াছ, এবং উদয়াচলঅবধি অস্তাচলপর্য্যান্তযত বাদসাহআছে সকলেই আমার অধিন ও আজ্ঞা বহ তুমি ও সেই নিতীমত থাকিবা তবে তোমাকে এখানকার অধিপতি করিয়া আমি অন্য দেশে গমন করিব; পরন্ত দবুর্দ্ধি প্রযুক্ত যদি যুদ্ধকর তবে আপনার প্রাণ ও রাজ্য এবং সেনা সকলই নষ্ট করিবা। ফগফুর এই পত্রশুনিয়া রাগত হইয়া ক্ষণকাল নিরব থাকিয়া পরে হাস্য করিয়া দুতকে কহিস তোমার বাদসাহর ঈশ্বর বন্ধুনহে দুত কহিল হে চিনের প্রধান। ছেকন্দর তুল্য পুরুসর্ব্বে, বলে, বুর্দ্ধিতে, বিদ্যাতে, দানে, মানে, সাহসে, এবং দস্যাতে পৃথিবী মধ্যে আর কে আছে। ফগফুরচিন এই কথা শুনিয়া আর কোন উত্তর নাকরিয়া খাদ্য দ্রব্য ও মদিরা আনিয়া দুতকে লইয়া একত্রে আহার করিয়া মদ্যপান করিতে২ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল তখন ফগফুর চিন কহিল কল্য পত্রের উত্তর দিব অদ্য আপনি বাশায় বিশ্রাম করুণ। দুত বিদায় হইয়া আপন বাসায় আইল, পর দিবস প্রাতে ফগফুর দুতকে ডাকিয়া আপন নিকট বসাইয়া পত্রের এই উত্তর লিখিলেন যে তুমি দারা প্রভৃতি অনেক বাদসাহকে বিনাশ করিয়াছ তাহারা তোমা হইতে দুর্ব্বল ছিল না যখন জাহার সৌভাগ্যের উদয় হয় তখন সেই বলবান ও জয়ি হয় তন্নিমিত্ত্য আমি ভিত্ত নহি আর আমার অনেক সেনা আছে আপনার এতদ্রুপ অহঙ্কার করা উচিত নহে, দেখ ফরেদুঁ জোহাক, জমসেদ আদি তোমা অপিক্ষা সর্ব্বাংসে শ্রেষ্টছিলেন তাঁহারা সকলেই গতো হইয়াছেন, তুমি ও আমি ক্রমে

গতো হইব এইসকল বিবেচনা করিবে আর আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধার্থি হইয়া আইসেন নাই আমি ও আপনার সহিত যুদ্ধ করিবনা উভয়ে প্রণয় করাই কর্ত্তব্য। এই পত্র লিখিয়া আপন ধনাধ্যক্ষকে ছেকন্দরের নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত্য নানা প্রকার দ্রব্য আনিতে আজ্ঞা করিলেন। বাদসাহি রত্ন নির্ম্মিত তাজ পঞ্চাস, হস্তি দণ্ডের রত্ন জড়িত তক্ত এক রত্ন অভরণ এক সহস্র উষ্টের বোঝা, জরির ও রেসমের বস্ত্র এবং সুগন্ধি; কর্পুর, অগুরু, চন্দন, সমুদ্র ইত্যাদি। অনেক প্রকার রত্ন জড়িত তলওয়ার, এক সত রক্ত বর্ণের উষ্ট্র, তিন সত শ্বেত হস্তি; ও কতকগুলীন উত্তমঅশ্ব, ওদাস দাসি প্রস্তুত করিয়া একজন বিজ্ঞ সভাসত কে পত্র ও এসকল দ্রব্যসঙ্গে দিয়া ছেকন্দরের দুতের সহিত পাঠাইলেন। দূত চিনের বাদসাহের নিকট বিদায় হইয়া যখন সমুদ্রের তীরে আইল সেখানে যে সকল লোক ছিল তাহারা বাদসাহকে দেখিয়া রিতী মত সম্বোধন পুর্ব্বক ছেলাম করিল, তখন চিনের বাদসাহের দূত জানিল যে ছেকন্দর আপনি দূত হইয়া গিয়াছিলেন পরে ছেকন্দর ঐ দুতকে অনেক পুরস্কার করিয়া সমাদর পূর্ব্বক বিদায় করিয়া আপনি স্থল পথে গমন করিলেন কয়েক দিবসান্তরে এক নগর ও দুর্গ দৃষ্ট হইল সেই দিগে চলিলেন; তাহারা ছেকন্দরের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া অনেক উপঢৌকনীয় দ্রব্য লইয়া অগ্রসর আইল; ছেকন্দর তাহার দিগকে বহুবিধ প্রশংসা করিয়া আপন নিকট বসাইয়া সেই দেশের নাম ও কি আশ্চর্য্য তথায় আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল এদেশের নামজগওয়ান আর এদেশে

এমত কোন আশ্চর্য্য নাই যে আপনাকে দিব কিম্বা দেখাইব তদন্তর ছেকন্দর তথা হইতে যাত্রা করিয়া সিন্দুদেশে আসিয়া পৌছিলেন বন্ধুনামক সিন্ধু দেশের বাদসাহ সে ছেকন্দরের আগমন শুনিয়া আপন সৈন্য পথ রুদ্ধ করিল, ছেকন্দর ইহা শুনিয়া কহিয়া পাঠাইলেন যে আমি যুদ্ধ করিতে আসিনাই পৃথিবী ভ্রমণকরিয়া বেড়াইতেছি, আমার সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া প্রণয় কর। বন্দু বাদসাহ তাহা নাশুনিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল সমস্ত দিবস যুদ্ধকরাতে তাহার অনেক সেনা মারা পড়িলে তদ্দৃষ্টে অবশিষ্ট সেনা লইয়া পলায়ন করিল। ছেকন্দর তাহার পশ্চাত্২ ধাবমান হইয়া অনেক সরদারকে বৃত করিলে তথাকার সকলে আসিয়া ছেকন্দরের শরণাগত হইল, ছেকন্দর আপনার একজন সরদারকে তথাকার বাদসাহ করিয়া সেস্থান হইতে নিমরোজ নামকদেশে যাত্রা করিলেন নিমরোজের বাদসাহ ছেকন্দরের আগমনের সংবাদ পাইয়া আপনি আসিয়া ছেকন্দরের সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া উপঢৌকন প্রদানকরিল ছেকন্দর তাহাকে সম্ভ্রম পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া তথায় আপনার রাজকর নিরুপিত করিয়া তথা হইতে এমন দেশে যাত্রা করিলেন। এমন দেশের বাদসাহ সংবাদ পাইয়া আপনি আসিয়া ছেকন্দরের সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া পদানত হইল; ছেকন্দর তাহার সহিত করের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথা হইতে বাবল দেশে যাত্রা করিলেন। এক মাসের পর এক পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া পাহাড়ের উপর কয়েক দিন গমন করিয়া এক অতি বৃহদ্ নদী সমুদ্রের

ন্যায় দেখিয়া সেইখানে সেনারা অনেক পশু পক্ষি সিকার
করিল কথক দূরেতে এক অতিসয় দির্ঘাকার মনুষ্য দেখিয়া
একজন সেপাহি, তাহাকে বাদসাহের নিকটে আনিলে ছেক
ন্দর তাহার নাম ও বাটি জিজ্ঞাসা করিলেন ; সে কহিল
আমার নাম দির্ঘ কর্ণ আমি ! জলচর, মনুস্য আমরা
এই নদী মধ্যে বাস করি এবং মৎস্যাদি আহার করি যদি
আমাকে ছাডিয়া দেন তবে আর কয়েক জন আমারদি-
গের জলচর মনুস্য তোমার নিকট আনি এই পর্ব্বতের উপ-
রি ভাগে এক বৃহৎ অট্টালিকা আছে তাহার মধ্যে আপরা-
ছিয়াব বাদসাহের ও কয়খোছরো বাদসাহের এবং আর২
অনেক বাদসাহ ও সরদারের প্রতিমুর্ত্তি আছে, এতৎ শ্রবণে
তাহাকে ছাডিয়া দিলেন অনেক কাল বিলম্বে দির্ঘ কর্ণ আর
কয়েক জন স্বজাতিকে সঙ্গে লইয়া আইলে ছেকন্দর তাহার
দিগকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতোপরি গমন করিয়া সকল দেখিয়া
পরে কয়খোছরোর, রক্ষিত অনেক ধন, রত্ন সেই স্থানে ছিল
তাহা লইয়া কিয়দংশ সেনাদিগকে দিলেন, যে সকল সেনারা
অমৃত, কুণ্ড জাওন কালিন সেই দেশে ছাডিয়া আসিয়াছি
লেন তাহারা সে স্থলে অনেক দিবস থাকিয়া ছেকন্দরের
কোন সমাচার এবং অন্বেষণ না পাইয়া সে স্থান হইতে
স্বদেশে আসিতেছিল তাহারা ও ঐ স্থানে আসিয়া মিলিত
হইল, তাহারদের সঙ্গে ছেকন্দরের অনেক ধন রত্ন ছিল এবং
আর২ দেশে অনেক পাইয়াছিলেন আর পাহাডারের উপর
অনেক ধন ছিল সকল ধন লইতে না পারিয়া বাবল দেশের
পর্বতে রাখিয়া কহিলেন, বক্তা কহে আমার আয়ু চতুর্দ্দশ

বৎসর আছে কহিয়াছিল তাহার ত্রিয়োদস বৎসর গতো হইয়াছে, অধুনা যে এক বৎসর বাকি আছে ইহার মধ্যে সমস্ত পথিবীর নিয়ম নিদ্দিষ্ট করিব ইহা কহিয়া আপন প্রধান উজির আরস্তাতালিছ জাহাকে আপন প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ রোমে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাকে এই প্রকার পত্র লিখিলেন যে আমার শেষ কাল উপস্থিত হইয়াছে আমার সঙ্গে কয় বংসিয় অনেক বাদসাহ জাদা আছে, ইহার দিগের মধ্যে একজন উপযুক্ত বুঝিয়া সমুদয় বাদসাহির ভার তাহাকে অর্পণ করিব তদভিন্য সকলের মস্তক ছেদন করিব মানস করিয়াছি তাহা করিলে রোমের অধিন পৃথিবীর সমস্ত দেশ ও বাদসাহ গণেরা কিছুদিন থাকিবেক ইহাতে তোমার কি পরামর্শ ও বিবচনা হয় লিখিবা ? আরস্তাতালিছ এইপত্র পাইয়া অতি ব্যাকুল হইয়া উত্তর লিখিল যে এ অতি অনোচিত কর্ম্ম যে কয়েক জন কয় বংশীয় বাদসাহ জাদা আপনার নিকট আছেন তাঁহারদিগের সকলকে সমান অংস করিয়া দেশ বিভাগ করিয়া দেন। ছেকন্দর আরস্তাতালিছের এতদ্রূপ পত্র পাইয়া সেইমত করিয়া সকলের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া লইলেন; যে জে কেহু কাহার উপর অন্যায় করিবনা তাহার দিগের নামমলুক তত্তুযাএফ রাখিলেন (অর্থাৎ কয় গোষ্ঠীয় সাহজাদা) যে দিবস ছেকন্দর পর্ব্বত হইতে বাবল দেশে আইসেন সেই রাত্রে ঐ দেশ বাসিনী একস্ত্রী একঅপূর্ব্ব বালক প্রসব হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ মনুষ্যাকৃতি মুখ ব্যাঘের ন্যায় পশুবৎ পদদ্বয় এবং পুচ্ছ ছিল ভুমিষ্ঠ হইয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করিল। অতি

আশ্চার্য্য বালক দেখিয়া তাহারা ঐ মৃত বালককে ছেকন্দর বাদসাহকে দেখাইতে আনিল, বাদসাহ দেখিয়া ঐ মৃত বালককে গোরদিতে আজ্ঞা করিয়া জৈতিষ বেত্তা ও পণ্ডিত গণকে কহিলেন এই আশ্চার্য্য বালক হইয়াছিল ইহার শুভা শুভ ফল কি তাহা বিচার করিয়া আমাকে কহ? তাহারা অনেক গণনা ও বিচার করিয়া অতি দখিত হইয়া নিরব থাকিলে ছেকন্দরক্রোধাসক্ত হইয়া কহিলেন তোমরাবিচার করিয়া শুভাশুভ যাহা বুঝিয়াছ তাহা সত্য বল নত্তবা অতি সিঘ্র তোমার দিগের সির ছেদন করিব; তাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কহিল আপনি সিংহ রাসিতে পৃথিবী মধ্যে জর্ম্ম গৃহণ করিয়াছিলেন সেই সিংহ রাসি পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গৃহণ করিয়া লোকান্তর হইয়াছেন তাহা আপ নাকে দেখাইয়া গেলেন, ইহার ফল আপনি আর অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিবেননা, ছেকন্দর কহিল আমি অধিক দিন থাকিবনা তাহা বক্তা বৃক্ষ হইতে বহুদিন শুনিয়াছি তাহারি অনেক দিন গত্তো হইয়াছে অতিঅল্প কাল বাকি আছে তজ্জন্য আমি ভাবিত ও খেদিত নহি॥

ছেকন্দর বাদসাহর মৃত্যূ॥

পরে সেই রাত্রে ছেকন্দর বাবল নগরে পিড়িত হইয়া আপন মাতাকে এক পত্র এই প্রকার লিখিলেন হে মাতা? আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তুমি তাপিত ও শোকাকূলী হইবানা, ঐ মৃত্যু নতুন নহে যত জীব পৃথিবীতে জন্ম গৃহন

করিয়াছে সকলেই মরিবেক; আর আমার সকল রাজ্য বাদ সাহ দিগকে অংশ করিয়া দিলাম ইহারা সকলে তোমার অধিন সর্ব্বদা থাকিবেক, পরন্ত আপনি প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা দুঃখিদিগকে দান করিবেন; আমার স্ত্রী রোসনক গর্ভ বতী আছে যদি ইহার পুত্র হয় তবে সেই রোমের বাদসাহ হইবে, আর যদি কন্যা হয় তবে কয় বংশীয় কোন উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে বাদসাহ করিবেন। অপিচ কিদহিন্দু বাদসাহের যে কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম তাহাকে হিন্দুস্থানে তাহার পিতার নিকটে তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার বস্ত্র ও ধন রত্নাদি সহিত পাঠাইবেন, আর আমার এই প্রার্থনা যে আপনি আমার নিমিত্ত্য কদাচ কাতর হইবেননা, চিরকাল পৃথিবীতে কেহ থাকিবেনা অগ্র পশ্চাৎ সকলেই নিত্যধামে জাইবেক আমি আপনকার নিকট বিদায় হইলাম এই পত্র মোহর করিয়া রোম দেশে পাঠাইলেন, তাহা শুনিয়া সমস্ত সেনা গণেরা রোদন করিতে আরম্ভ করিল, ছেকন্দর কহিলেন আমাকে গহ মধ্য হইতে মাঠে লইয়া চল আমি সকল মনুষ্য কে দেখিব এবং তাহারাও আমাকে দেখিবেক; তখন তক্ত সহিত গৃহ হইতে বাহির করিয়া রাখিলে কিঞ্চিৎ কাল পরে ছেকন্দরের প্রাণ বায়ু স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তদনন্তর এক স্বর্ণ ময় সিন্দুকের মধ্যে ছেকন্দরের মৃত্যুদেহ বাদসাহি রিতী মত রাখিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া সিন্দুক বন্ধ করত গোর দিবার নিমিত্ত্য রোমের ও ইরানের লোকেতে বিবাদ উপস্থিত হইল; ইরানিরা কহিল ছেকন্দর ইরানের বাদসাহ

হইয়াছিলেন ইহাঁকে ইরানে গোর দিব ৷ রোমের বাসিরা কহিল ছেকন্দরের জর্ম্ম রোম দেশে হইয়াছিল সেইস্থানে গোর দিব, এই মত বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া একজন বৃদ্ধ পারসি কহিল তোমরা অকারণ কেন বিবাদ করিতেছ এখান হইতে অতিনিকট হরম নামে এক পর্ব্বত আছে সেঅতিসুরম্যস্থান সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে পর্ব্বতহইতে শব্দ হইবেক সকলে শুনিতেপাইবা; অতএব এই ককনের সিন্দুক সেইস্থানে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে যদি পর্ব্বত তাহারউত্তর করে তবে সকলে ঐক্য হইয়া তাহা করিব নতুবা তোমারদিগের যাহা মত হইবে তাহা করিবা ৷ এই কথা ধার্য্য করিয়া হরম পর্ব্বতের নিকটে ঐ সিন্দুক রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে ছেকন্দরের গোর কোন স্থানে দেয়া কর্ত্তব্য ? পর্ব্বত হইতে শব্দ হইল যে এছকন্দরিয়া নামক যেনগর ছেকন্দর স্থাপিত করিয়াছে সেই স্থানে ছেকন্দরকে গোর দেও, পরে ওখান হইতে এছকন্দরিয়াতে যখন পৌছিল তখন ছেকন্দরের মাতা ও আরাস্ত প্রভৃতি সকলে সেই স্থানে আসিয়া অনেক রোদন করিল, পরে সকলে ঐক্য হইয়া সেই এছকন্দরিয়া নগরে ছেকন্দরের গোর দিলেন ॥

ছেকন্দর চৌদ্দবর্ষ রাজত্ব করিল ৷
তার পর নিরবধি পৃথিবী ভ্রমিল ॥
সকলের সঙ্গে যুদ্ধে সে যয়ি হইল ৷
অনেক নগর দেশ সেই বসাইল ॥
অনেক আশ্চার্য্য পৃথিবীতে সে দেখিল ৷
সমুদ্র পাহাড় বন অনেক ফিরিল ॥

ছত্রিস বৎসর তার আয়ু সঙ্গে ছিল।
ইহার মধ্যেতে বহু কৃত্তি প্রকাশিল ॥
অমৃত লইতে অন্ধকারে গিয়াছিল।
অল্প আয়ু কারণে দেখিতে নাপাইল ॥
ছত্রিস জন বড় বাদসাহকে মারিল।
আপনি শেষ কালে শরীর তেজিল ॥
পৃথিবীর পতি ছেকন্দর না রহিল।
কেআর থাকিবে যদি ছেকন্দর মলো ॥

ছেকন্দরের স্থাপিত মলুক তওয়াএকের বিবরণ ॥

ছেকন্দরের মৃত্যু সময় তাহার নিকট যে কয়েক জন কয় গোষ্ঠির প্রধান বাদসাহ জাদা উপস্থিত ছিল তাহারদিগের সকলকে আপনার সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া তাহার দিগের স্থান হইতে এক ধর্ম্মত নিয়মপত্র লেখাইয়া লইলেন কেহ আপন অংশের দেশ ভিন্ন অন্যের অংসের উপর হস্তা র্পণ করিবেন না। ছেকন্দরের মৃত্যুর পরে তাহারা আপন২ অংশিত দেশে গমন করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিল। এই সকল বাদসাহ দিগের মলুক তওয়াএক ও আস্কা নিয়ান এই দুইপ্রকার নামে খ্যাত হইল; তাহারা দুই সত বৎসর অবিবাদে বাদসাহি করিল। ছেকন্দর এমত বিবেচনা করিয়া অংশ করিয়াছিল যে দুইসত বৎসরের মধ্যে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ হইলনা, ঐআস্কানিয়ান কিম্বা মলুক তওয়াএক ছেকন্দরের স্থাপিত বাদসাহ মাত্র; ইহার দিগের কোন যুদ্ধবিগ্রহ কিম্বা কোন বিশেষকর্ম্মের পুরাতন

কোন গ্রন্থে কিছু বর্ণনা নাই কেবল মলুক তওয়াএক কিম্বা আস্কানিয়ান এই নাম মাত্রআছে, এনিমিত্য ফেরদৌছি স্তুছি সাহ নামার মধ্যে তাহার দিগের কোন বিশেষ বর্ণনা না করিয়া নাম মাত্র লিখিয়াছে, কিন্তু তাহারদিগের রাজ্য চ্যুত হওনের মূল ছাছান সাহ তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লিখিতেছি ॥

ছাছান বংশীয় দিগের বাদশাহি॥

দারা বাদশাহ ছেকন্দরের যুদ্ধে মৃত্যু হইলেপর ছেকন্দর দারার কন্যা রোসনকে বিবাহ করিয়া ইরানের বাদশাহ হইয়া তক্তে বসিল; দারার কোন উপ ভোগ্য স্ত্রী (অর্থাৎ সয়লিনী হইতে ছাছান নামে এক পুত্র ছিল সে বিবেচনা করিল ছেকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ হইব না কারণ সমস্ত প্রধান লোক ওসরদার সেপাহি ছেকন্দরের বাধ্য হইয়াছে আর আমি ছেকন্দরের পদানত হইয়া থাকিতে পারিবনা এই রূপ বিবচনা করিয়া কিঞ্চিৎ রত্নাদি লইয়া হিন্দুস্থানে গিয়া গুপ্ত ভাবে থাকিয়া কালযাপনকরিয়া লোকান্তর হইল তাহার পুত্র ঐ স্থানে থাকিয়া যে কিঞ্চিৎ ধন ছিল তাহা সমস্ত ব্যায় করিয়া মরিল, তাহার এক পুত্র তাহার নাম ছাছন রাখিয়াছিল সে অতি দিন ভাবাপন্ন হইয়া হিন্দুস্থান হইতে কাবল দেশে যাইয়া বাবক নামে কাবলের সুবাদার ছিল, তাহার গো মহিষাদির প্রধান রক্ষকের নিকট গো চারণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল; বাবক রাত্রিকালে সপ্নদেখিল যে একজন যুবক পুরুষ এক হস্তির উপর বসিয়াছে আর

অনেক লোক তাহার চতুর্দ্দিগে দণ্ডয়মান হইয়া কহিতেছে এ তোমারিই অধিকার তুমি বাদসাহি কর; বাবক ঐ সকল লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন হস্তির উপর কে ইহার নাম কি? তাহারা কহিল ছ ছান। তাহার পর রাত্রে বাবক পুন রায় স্বপ্ন দেখিল সেই যুবক পুরুষ হস্তির উপর হইতে কহিতেছে সকলে অগ্নি পুজা কর আমার পৈতৃক ধর্ম্ম প্রকাশ করিব, সকল লোক তাহার আজ্ঞায় অগ্নি পুজা কারতেছে; বাবক জিজ্ঞাসা করিলেন এই যুবকপুরুষের নাম কি? তাহারা কহিল ছাছান আরদেশির। বাবককহিল কোথায় থাকেন তাহারা কহিল কাবলে অমক গোরক্ষের ভৃত্য। বাবকপ্রাতে সেই গোরক্ষককে তাহার নতন দাস সহিত ডাকিতে কহিল যখন ঐ রক্ষক তাহার নতন দাস ছাছানকে সঙ্গেলইয়া আইল বাবক তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া জানিল; নিকটে আইলে তাহাকে নির্জ্জনস্থানে লইয়া কহিল তোমার নাম কি কোন বংশে জর্ম্ম তাহা সত্য করিয়া আমাকে কহ? ছাছান ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া নিরব রহিল, বাবক তখন ধর্ম্মত শপত করিয়া কহিলেন আমি তোমার মন্দ কখন করিবনা বরং ভাল হয় তাহাই করিব তুমি আপনার যথার্থ পরিচয় আমাকে দেও তখন ঐ ব্যাক্তি কহিল আমার নাম ছাছান দারার সন্তান। বাবাক তাহাকে আপন বাটিতে রাখিয়া উত্তম বস্ত্র ও আহার করাইতে লাগিলেন; কিছ দিনপরে বাবকের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল। বাবকের কন্যার গর্ব্ভে ছাছানের এক পুত্র হইলে বাবক তাহার নাম আর্দসির বাবক রাখিলেন; তাহার পর ছাছানের মৃত্যু হইলে বাবক

ঐ বালককে বিদ্যা সিক্ষ্যা এবং রাজ নিতী ও ধর্ম্ম শাস্ত্র যুদ্ধ বিদ্যা আদি সমস্ত সিক্ষ্যা করাইলেন, রয় দেশের আরদওয়ান নামক বাদসাহ বাবক তাহার অধিনছিলেন সে শুনিল দারা, বাদসাহার এক সন্তান কাবল দেশে আছে; কাবলের অধিপতি বাবককে পত্রলিখিল যে আর্দসির নামক দারার সন্তান একজন তোমার বাটিতে আছেতাহাকে আমারনিকট পাঠাইবা আমি ধর্ম্মত সত্য করিয়া তোমাকে লিখিতেছি তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিব। বাবক এই পত্র পাইয়া তাহার লিখনানুসারে বিশ্বাষ ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আর্দসিরকে রয় দেশে আরদওয়ানের নিকটে পাঠাইলেন॥

অর্দ্দসিরের বিবরণ॥

যখন আর্দসির আরদওয়ানের নিকট পৌছিল সে তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাহার চারি পুত্রছিল তাহারদিগের তুল্য করিয়া রাখিলেন আরদসির তাহারদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা সহবাস ও মৃগয়া করিতেজাইত,এক দিন সিকার করিতে গিয়া আরদসির এক হরিণ সিকার করিল আরদওয়ানের পুত্র কহিল এহরিন আমি মারিয়াছি। আর্দসির কহিল আমি মারিয়াছি,উভয়ে বচসা হইতে লাগিল এই কথা আরদওয়ান শুনিয়া আপনি সেই স্থানে আসিয়া পুত্রের প্রতি পক্ষ হইয়া কহিল তুমি কি আমার পুত্র দিগের তুল্য হইতে বাঞ্ছা কর আর ইহার দিগকে অমান্য করিতেছ আমি কি এই নিমিত্ত্য তোমায় প্রতিপালন করিতেছি ইহা কহিয়া আর্দসিরকে কহিল অদ্য অবধি তুমি আমার ঘোটক সকলের

রক্ষক হইয়া অশ্বশালার নিকট যে বাটি আছে সেই স্থানে গিয়া বাস কর, অর্দসির সিরোপায় হইয়া সেই বাটিতে গিয়া রহিল কিছুদিন পরে আর্দওয়ানের এক প্রিয়সী সয় লিনী তাঁহার নাম গোলনার সে আপন প্রসাদে উটিয়াছিল আদর্সিরকে দেখিয়া কামাসক্ত হইয়া যামিনী যোগে কোন প্রকারান্তরে আর্দসিরের নিকটে আসিয়া আপন বিবরণ জানাইয়া অনেক মিষ্টালাপ করিলে আর্দসির আর্দওয়ানের ভয়ে ভীত হইয়া তৎকালীন তাহার সহিত আলাপ না করাতে গোলনারে অনেক হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা তাহাকে মুগ্ধ করিল, এইরূপে কিছুদিন গোপনে গমনাগমন করিয়া এক দিবস গোলনার কহিল একথা প্রকাশ হইলে দুই জনেই মারা পড়িব অতএব এখান হইতে প্রস্থান করাই উচিত, এই রূপ পরামর্শ স্থির করিয়া বাদসাহের অশ্বালয় হইতে অতিউৎকৃষ্ট দুইটা ঘোটক লইয়া গোপন করিয়া রাখিল; রাত্র দুই প্রহরের সময় গোলনার যৎকিঞ্চিৎ বহু মূল্য রত্নাদি লইয়া আর্দসিরের নিকট আইল আর্দসির তাহাকে সঙ্গে লইয়া দুই জনে দুই অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। প্রাতে আর্দওয়ান শুনিল যে গোলনার বাটিতে নাই এবং সন্ধান করিয়াও তাহাকে পাওয়া গেলনা, পরে অশ্বালয়স্থ লোকেরা আসিয়া বাদসাহকে জানাইল আর্দসির গত্যো রাত্রে এখান হইতে পালাইয়াছে; তখন বুঝিল দুইজনে পরামর্শ করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে; কথক গুলিন অশ্বারোহি তাহার দিগকে ধরিতে পাঠাইল, বেলা দুই প্রহরের সময় আর্দসির ও গোলনার ক্লান্তহইয়া এক সরোবরের নিকট পৌঁছিয়

ইচ্ছা করিলেন এই স্থানে শ্রান্তি দূর করিয়া আহার ও বিশ্রাম করি এই মানসে অশ্ব হইতে নামিতে ছিল ইতো মধ্যে সেই সরোবরের ধারে যে সকল লোকছিল তাহার দুইজনে আপসে এই কহিল এখন এখানে অবস্থান করা ভাল নহে পারস দেশে গিয়ু জাওয়াই কত্তব্য। আরদসির এই নরাঙ্কিত ধ্বনি শুনিয়া গোলনারকে কহিয়া পারস দেশের পথে গমন করিল আরদসির ও স্থান হইতে গমন করিলে পর বেলা অবসানে আরদওয়ানের লোক সকল তথায় পৌছিয়া সেই পুষ্কর্ণির ধারের লোককে জিজ্ঞাসা করিল দুইজন অশ্বারোহি এখানে আসিয়াছে তাহারা কোথায় আছে? তাহারা কহিল দুইজন অশ্বারোহি দুই প্রহরের সময় আসিয়া অশ্ব হইতে নামিতে ছিল কিন্তু না নামিয়া এখান হইতে পারস দেশের পথে গিয়াছে। আরদওয়ানের প্রেরিত লোকেরা সূর্য্যকিরণে ক্লান্ত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া সেই রাত্রি ঐ সরাইতে থাকিয়া পর দিবস কথক দূর অনুসন্ধান করিয়া তাহার দিগকে নাপাইয়া আরদওয়ানের নিকট আসিয়া কহিল তাহারদিগের দেখা পাইলামনা, আরদওয়ান গনকদিগকে ডাকাইয়া কহিল আর্দসির কোথায় আছে আর তাহার ভাগ্য কিপ্রকার? তাহারা অনেক গননা করিয়া কহিল সে এখন পারস দেশে আছে আর সে বড় বাদসাহ হইবে তোমার সপরিবারকে অনেক ক্লেস দিবেক। আরদওয়ান ইহা শুনিয়া খিদ্যমান হইয়া রহিল কিছুদিন পরে আপন জেষ্ট পুত্র আরদওয়ান বহমনকে কিছু সেনা সঙ্গে দিয়া পারস দেশে তাহারদিগেকে ধৃত

করণার্থে পাঠাইল। এখানে আরদসির পারস দেশে আসিয়া এক সরাইতে বাসকরিল, সেইরাত্রে পারস দেশের আস্তখর নগরের অধিপতি সপ্ন দেখিল যে দারার সন্তান আরদসির নামক এক যুবক পুরুষ তোমার এই নগরে আসিয়াছে পরমেশ্বর তাহাকে ইরানের বাদসাহ করিবেন তাহাকে আনিয়া যত্ন করিয়া ও সহায় হইয়া আপনার নিকটে রাখ, আস্তখরের অধিপতি এই সপ্ন দেখিয়া প্রাতে নগর মধ্যে ঘোষনা করিল যে আরদসির নামক এক যুবক পুরুষ যে খানে বাসা করিয়া থাক আপনাকে প্রকাশ কর ঈশ্বর তাহাকে এদেশের বাদসাহ করিবেন এদেশস্তসকলে তাহার আজ্ঞাকারি জানিবা। আরদসির তাহারিপুর্ব্বরাত্রে সরাইতে পৌছিয়া আপন নাম কহিয়া ছিল যাহারা ঘোষনা দিতে আসিয়াছিল তাহারা ঐ কথা শুনিয়া দেশাধিপকে জ্ঞাত করিলে তৎখনাৎ আসিয়া আরদসিকে সমাদর পূর্ব্বক আপন বাটিতে লইয়া রাখিল, পরে নগরস্ত সমস্ত মনুস্যকে ডাকাইয়া সপ্ন বিবরন প্রকাশ করিয়া সকলকেসম্মত করিয়া আরদসিকে পারস দেশের বাদসাহ করিলেন॥

আরদসিরের সহিত আরদওয়ান বহমনের যুদ্ধ॥

পারস দেসের আস্তখর নগরীয় সমস্ত লোকে সম্মত হইয়া আরদসিরকে বাদসাহ করিয়া তক্তে বসাইল পরে আস্তখর দেশের নগরাধিপতি আরদসিরের সহিত পরামর্শ করিল যে প্রথমতঃ রয় দেশের বাদসাহ আরদওয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ

করিয়া পরাস্ত করিসে আর কেহ আমার দিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিবেকনা। আরদসির এই পরামর্স স্থির করিয়া যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন, ইতমধ্যে কেহ আসিয়া কহিল আরদওয়ানের পুত্র আরদওয়ান বহমন সসৈন্য আরদসিরকে ধৃত করণার্থে আসিতেছে, ইহা শুনিয়া আর্দসির আস্তথরের অধিপতির সেনা লইয়া তাহার সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

আরদওয়ান বহমনের তর্বাক নামক একজন প্রধান সেনা পতিকে কথক গুলীন সেনা দিয়া আর্দসিরের সহিত যুদ্ধে পাঠাইল, তর্বাক যখন নিকটস্থ হইল আর্দসির আপনার একজন সরদারকে তাহার নিকট কহিয়া পাঠাইলেন যদি তুমি আমার পক্ষহও তবে যুদ্ধে যয়ি হইলে তোমাকে আমার প্রধান সেনাপতি করিব আমি এই সত্য করিতেছি, তর্বাক এই লোভে আরদওয়ান বহমনকে পরিত্যাগ করিয়া আর্দসিরের নিকট আইল, বহমন এই কথা শুনিয়া ভাবিত হইয়া আপন পিতাকে সমস্ত বিবরণ, আর কিছু সেনা পাঠাইতে লিখিল। আর যে সকল সেনা ছিল তাহা সঙ্গে লইয়া আপনি আরদসিরের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, তর্বাক আরদসিরের স্থানে বিদায় হইয়া বহমনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া বহমনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার অনেক সেনা নষ্ট করিল আরদসির তাহা দেখিয়া আপনি তাহার সহায়ের নিমিত্তে সেই খানে আসিয়া বহমনের প্রতি একবান নিক্ষেপ করিল তাহাতে আরদওয়ান বহমন ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিসে আর্দসির তাহার পশ্চাৎ২ কথক দূর গমন করিলে তাহার

সমস্ত সেনা অর্দসিরের সরণাগত হইল, আরদওয়ান বক্সর পলাইলে তাহার সঙ্গে যত ধনছিল তাহা সমস্ত সেনা গণকে বণ্টন করিয়া দিলেন পরে সমস্ত সেনা সঙ্গে লইয়া রয়দেশে যুদ্ধার্থি হইয়া যাত্রা করিলেন। আরদওয়ান এই কথা শুনিয়া অনেক সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতে আইল॥

আর্দসির ও আরদওয়ানের যুদ্ধ॥

আর্দসির আরদওয়ানের সেনা দেখিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন চল্লিষ দিবস দিবা রাত্রি ক্রমাগত উভয় সেনায় যুদ্ধ করিল। একচল্লিষদিবসের প্রান্তে অতিবিপরিতপ্রতিকুল ঝড় হইয়া আরদওয়ানের সেনা গণকে ধুলায় আচ্ছন্ন করিল আর্দসিরের সেনা গণেরা ঐ ঝড়ের পশ্চাতে থাকিয়া বিপক্ষ দলের অনেক সেনা বিনাশ করিল তাহা দেখিয়া আরদওয়ান পলায়নকরিলে আর্দসিরের সরদারেরা তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইয়া আরদওয়ানকে ধৃত করিয়া আর্দসিরের নিকট আনিল, আরদসির তৎখনাত তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তাহার সেনা আরদওয়ানের দুই পুত্রকে ধরিয়া কয়েদ করিল আর দুই পুত্র হিন্দস্থানে পলায়ন করিল, তখন আরদসির বাবকান ইরানের তক্তে নির্ভয়ে রাজ্য করিতে লাগিলেন॥

হপ্তওয়াদের সহিত আরদশিরের যুদ্ধ॥

আরদসির ইরানের বাদসাহ হইয়া কিছুদিন বাদসাহিকরিয়া একদিবস সভায় বসিয়া নানাপ্রকার কথপকথন করিতেছে তন্মধ্যে একজন প্রস্তাব করিল যে পারস সমুদ্রের ধারে

গজারান নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামছিল সেস্থানে সকলেই ক্ষুদ্র লোক তাহারা কায় ক্লেশে কাল যাপন করিত, সেইস্থানে এক পর্ব্বত আছে তাহাতে অনেক কাপাস জন্মে ঐ গজরানের স্ত্রিলোকেরা উক্ত পর্ব্বত হইতে কাপাস আনায়ন করত বিক্রয় করিয়া প্রতিপালন হয়; সেই গ্রামে হপ্তওয়াদ নামক একজন সামান্য লোক তাহার সাত পুত্র ও এক কন্যাছিল৹ এক দিবস ঐ হপ্তওয়াদের কন্যা আর ২ প্রতিবাসি স্ত্রিলোকের দিগের সহিত কাপাস তুলিতে পর্ব্বতের উপরে গেল হপ্তওয়াদের কন্যা যে স্থানে কাপাস তুলিতে গিয়াছিল সেই স্থানে এক সেবের বৃক্ষছিল সেই বৃক্ষ হইতে একটি সেব হপ্তওয়াদের কন্যার সম্মুখে পড়িল ঐ কন্যা সেই ফল লইয়া দেখিল তাহাতে একটি অতি সুন্দর কীট রহিয়াছে তাহা দেখিয়া সেই কন্যা কহিল যদি অদ্য আমার কিছু অধিক লভ্য হয় তবে তোমার পূজা করিব এই মনন করিয়া সেই কীট সহিত ফল আপন কাপাসের চুপড়িতে রাখিল, সে দিবস ঐ কন্যা আর ২ সকল অপেক্ষা অধিক কাপাস প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আসিয়া আপন মাতাকে ঐ কীটের কথা কহিয়া তাহার হস্তে সেব সহিত উক্ত কীট এবং কাপাস দিল; তাহার মাতা তুষ্টা হইয়া কীট চুপড়িতে রাখিল এবং ঐকন্যা তাহাকে দুগ্ধ ও মধু খাইতে দিত; আর প্রত্যহ কাপাস তুলিতে জাইয়া অন্য অপেক্ষা অধিক আনিত, ঐ কাপাস বিক্রয় করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যে কিছুধন সঞ্চয় করিল তখন হপ্তওয়াদ জ্ঞাত হইয়া ঐ কীট শুভ দায়ক ও সুলক্ষণ জ্ঞান করিয়া যখন যে কর্ম্ম করিত ঐ কীটকে মাননা করিয়া করিত

তাহাতে ক্রমে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইল। ঐ কীট ক্রমে অতি শুদৃশ্য এবং,বড হইল তখন হপ্তহওয়াদ দীর্ঘ এক সিন্দুকের ন্যায় আনিয়া তাহাতে ঐ কীটকে রাখিল, ঐ গজরান গ্রামে একজন সরদারের ন্যায়ছিল সে মনে করিল হপ্তওয়াদ এখন ধনবান হইয়াছে ইহার নিকটে কিছু লইতে হইবে এই মনে করিয়া হপ্তওয়াদকে ডাকাইয়া কিছু ধন চাহিল সে তাহা গ্রাহ্য করিলনা, তখন ঐ সরদার কথক গুলিন লোক সঙ্গে লইয়া হপ্তওয়াদের বাটিতে চলিল সে এইসম্বাদ পাইয়া পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতের উপর এক পুরাতন ক্ষুদ্র দুর্গছিল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার বন্ধ করিল, ঐ সরদার হপ্তওয়াদের বাটীতে জাইয়া শুনিলেন সে পর্ব্বতোপরি লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। সরদার সেই পর্ব্বতে গিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে নাপারিয়া তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। হপ্তওয়াদ ঐ দুর্গমধ্যে বাস করিল কিছুদিন পরে ঐ কীট সিন্দুক হইতেও বৃহৎ হইল তখন হপ্তওয়াদ পর্ব্বতের উপর এক গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে কীটকে রাখিল, হপ্তওয়াদের কন্যা ঐ কীটকে দুগ্ধ মধু পান করাইত আর সর্ব্বদা দেখিত ক্রমে উক্ত কীট হস্তির ন্যায় হইলে হপ্তওয়াদ ক্রমেং দশ সহস্র সেপাহি রাখিয়া ক্ষুদ্র ২ রাজা ও জমিদারকে মারিয়া তাহারদিগের রাজ্য অধিকার করিয়াছে। আর্দসির ইহা শুনিয়া অপ্রমান করিলেন, তাহাতে সভাসত গণেরা কহিল একথা সত্য বটে, তখন আর্দসির আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি কথক গুলীন সেনা সঙ্গে লইয়া হপ্তওয়াদকে মারিয়া তাহার দুর্গ অধিকার করিয়া আইস

সেনাপতি যখন পর্ব্বতের নিকট পৌছিল হপ্তওয়াদ ইহা
শুনিয়া অনেক সেনা সুসজ্জিভূত করিয়া আরদসিরের সেনার
সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক সেনা বিনাশ করিল তাহা দেখি
য়া সেনাপতি অবসিষ্ট সেনা যাহা ছিল তাহা লইয়া পালা
ইয়া আরদসিরকে কহিল, আরদসির রাগত হইয়া নানাস্থান
হইতে অনেক সেনা সংগহ করিয়া সরদার দিগকে সঙ্গে
লইয়া আপনি হপ্তওয়াদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। হপ্ত
ওয়াদ ইহা শুনিয়া পুনরায় আপন সেনা ও দুই পুত্রকে
লইয়া যুদ্ধে চলিল; আরদসিরের শিবির এক ক্ষুদ্র নদীর ধারে
ছিল ঐ নদীর পারে চেহরম নামে এক ক্ষুদ্র নগর তাহাতে
মেহরক নামক একজন সরদার হপ্তওয়াদের সহিত তাহার
অতিশয় প্রণয় ছিল সে আর্দসিরের পুনর্ব্বার আসিবার
সমাচার পাইয়া খাদ্যদ্রব্য বন্দ করিল এবং আপনি ও গুপ্ত
আসিয়া আরদসিরের শিবির লুট করিয়া লইয়া পলায়ন
করিল। আরদসির আপন সরদার দিগকে কহিলেন যে
মেহরক আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিল, সরদারেরা
কহিল অগ্রে হপ্তওয়াদকে মারি পরে ইহার সমোচিত ফল
দিব। পরে আর্দসির সরদার দিগকে সঙ্গে লইয়া আহার
করিতেছেন এমত সময়ে শূন্য হইতে এক তীর ভোজন পাত্রে
পতিত হইল তাহা দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন তখন এক
জন সরদার ঐ তীর হস্তে লইয়া দেখিল যে তাহাতে পহলবি
অক্ষরে লিখিত আছে যে এই কীটের দুর্গ ইহাকে কেহ
মারিতে পারিবান; আর এই তির যদি আরদসিরকে মারি
তাম তবে এখনি মরিত কিন্তু কীটের এমত বাসনা নাই যে

আরদসিরকে নষ্ট করেন আরদসিরের শিবির হইতে যে দুর্গ ছয় ক্রোশ অন্তর ছিল, আরদসির তীরের উপরের লিখন শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া প্রাতে আপন সৈন্য লইয়া ঈরানে প্রস্থান করিলেন। হপ্তওয়াদ আপন সৈন্য লইয়া আরদসিরের পশ্চাৎ২ তাড়া করিয়া অনেক সেনা বিনাশ করিলে আরদসির পলায়ন করিয়া কয়েক দিবস পরে এক গ্রাম দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে এক বাটির দ্বারে দুইজন যুবক পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল সেইস্থানে আইলে তাহারা কহিল আপনাকে সভয় দেখিতেছি ইহার কারণ কি? আরদসির কহিল আরদসির বাদশাহ হপ্তওয়াদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়াছিল সেই যুদ্ধে পরাভব হইয়া পলায়ন করিয়াছে, আমি তাহার অনুচর অনুসন্ধান করিতেছি। তাহারা আরদসিরকে নিকটে বসাইয়া অন্ন ব্যঞ্জন ও মদিরা আনাইয়া দিল আরদসির আহার করিতে বসিলেন ঐ দুইজন যুবক তাহার নিকটে বসিয়া কহিতে লাগিল যে জোহাক বাদশা যখন অতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল তখন ঈশ্বর ফরেদুঁকে পাঠাইয়া জোহাককে নষ্ট করিলেন, তাহার পর আফরাছিয়াব ও দুরাত্মা হইলে কয়খোছরোকে পাঠাইয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। এইক্ষণে হপ্তওয়াদ সেইরূপ দুরাত্মা হইয়াছে ঈশ্বর অবশ্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া ইহার দমন করিবেন। ঐ যুবকদিগের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া কহিলেন আমারি নাম আর্দসির, তাহারা ইহা শুনিয়া প্রণাম করিয়া কহিল আমরা আপনার ভৃত্য আমরা যে উপায় কহি সেইরূপ করিলে যয়ি হইবেন নতুবা হপ্তওয়াদকে

পারিবেননা আরদসির কহিল সে উপায় কি? তাহারা কহিল হপ্তুওয়াদের বাটিতে এক বৃহৎ কীট আছে সে যথার্থ কীট নহে কোন দৈত্য কীট দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ঐ পর্ব্বতের উপর এক গর্ত্ত মধ্যে সেই কীটরূপ দৈত্য থাকে সেই কীটকে কোন প্রকারে নষ্ট না করিলে হপ্তুওয়াদকে জয় করিতে পারিবানা। আরদসির ইহা শুনিয়া ঐ দুই যুবককে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে বাহির হইয়া কথকদূরে আইলে আপনার সৈন্যগণের সহিত সাক্ষ্যাত হইলে কিয়দ্দিবস কোন স্থানে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত করিয়া প্রথমত মেহরানের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহার বাটি বেষ্টন করিলেন; সে প্রথমে লুক্কাইয়াছিল পরে তাহাকে ধৃত করত তাহার মস্তক ছেদন এবং তাহার সপরিবার ও দাস দাসী প্রভৃতি জাহাকে পাইলেন তাহাকেই যমালয়ে পাঠাইলেন পরঞ্চ মেহরকের একটি ছোট কন্যাছিল সে পালাইয়া কোন কৃষকালয়ে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। তথা হইতে ঐ কীট ও হপ্তুওয়াদকে মারিতে বারসহস্র সৈন্য লইয়া পর্ব্বতের কিছুদূরে আপন সেনাপতিকে কহিলেন তুমি সেনা লইয়া এইস্থানে সাবধান পূর্ব্বক অবস্থিতি কর আমি সওদাগরের বেশে পর্ব্বতোপরি গমন করি যখন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি তোমরা দেখিবা তখন তোমরা জানিবা যে আমি ঐ কীটকে নষ্টকরিয়াছি তৎখক্ষণাৎ তুমি সসৈন্যে অতি সিঘ্র দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবা, ইহা কহিয়া কয়েক জন বলবানকেসঙ্গে লইয়া যৎকিঞ্চিৎ বানিয্য দ্রব্য উষ্ট্রের উপর

বোঝাই করিয়া দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে তথাকার রক্ষক ও কীটের সেবাতিরা জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে কোথা হইতে আইলা? আরদসির কহিল আমি সওদাগর খোরাসান দেশ হইতে আসিতেছি কীটের নিকট আমার মাননা পূজা আছে। এই কথা শুনিয়া দুর্গের দ্বার মুক্ত করিয়া আরদসিরকে দুর্গ মধ্যে লইয়াগেলে আরদসির দুর্গ মধ্যে একস্থানে বাসা করিয়া রহিল, এক দিবস দুইটা হিরকাদি যডিত পেয়ালা ও আরং অনেক দ্রব্য সঙ্গে লইয়া কীটের অনুচর দিগের নিকট গেলেন তাহারা উক্ত পেয়ালা দেখিয়া কহিল এই পেয়ালায় আমারদিগের কীটকে দুগ্ধ ও মধু পান করাইব, আরদসির কহিল আমার বাসায় মধু ও দুগ্ধ আছে আজ্ঞা করিলে আনয়ন করি এবং তোমাদিগকে ও কিঞ্চিৎ আহার করাই ইহা শুনিয়া তাহারা সম্মত হইলে তখন আরদসির তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আপন বাসায় আনিয়া নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য এবং অনেক প্রকার মদিরা দিলেন; তাহারা আহার করিয়া পরিশেষে মদ্যপান করিতে লাগিল, আরদসির দুগ্ধ ও মধু লইয়া তদ্দিগকে কহিলেন কীটকে দেও তাহারা কহিল তুমি জাইয়া কীটকেপান করাও তখন আরদসির দুগ্ধ ও মধু লইয়া আর গোপনে খানিক রাঙ্গ লইয়া ঐ কীটের নিকট উপস্থিত হইয়া রাঙ্গ গালাইয়া তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিলেন পোকা ঐ উত্তপ্ত রাঙ্গ মুখ মধ্যে পতিত হইবায় তৎক্ষণাত প্রাণ ত্যাগ করিল তৎপরে আরদসির বাসায় আসিয়া

আপন সঙ্গি গণকে সঙ্গে লইয়া ঐ পোকার সেবাত দিগের ও দুর্গ রক্ষক দিগের সকলকে বিনাশ করিয়া দুর্গোপরি অনেক কাষ্ঠ একত্র করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত করিলেন; সেই অগ্নি দেখিয়া আরদসিরের সেনাপতি সেনা সঙ্গে করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। দুর্গস্থ জনেক দুইজন পালাইয়া হপ্তওয়াদকে কহিল যে কথক গুলিন সওদাগর আসিয়া কীট ও পূজক ও দুর্গ রক্ষকদিগকে নষ্ট করিয়াছে হপ্তওয়াদ এই কথা শুনিয়া আপন সেনা সঙ্গে লইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরদসিরের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল সেই সময় আরদসিরের সেনাপতি ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়া আরদসির কহিলেন যে তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া হপ্তওয়াদকে চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া ধৃত কর আরদসিরের বার সহস্র সেনায় বেষ্টন করিয়া হপ্তওয়াদকে ধৃত করিলে তাহার পুত্র সাহুই ইহা শুনিয়া কথক গুলিন সেনা সঙ্গে লইয়া আরদসিরের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল কিন্তু উপস্থিত হইবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ ধৃত হইল। আরদসির তাহারদিগের মস্তক ছেদন করিলেন; এবং সেই খানে যত ধন সম্পত্তি ছিল তাহা লইয়া সেনা গণকে দিয়া সেই দুই যুবক পুরুষ যাহারা কিটের অনুসন্ধান কহিয়াছিল ঐ দুর্গ ও তাহার অন্তঃপাতি দেশ সকল তাহাদিগকে দিয়া আপনি ইরানে আইলেন কিয়দ্দিবসান্তরে বগদাদের বাদসাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া তদ্দেশ অধিকার করিলেন ॥

আরদসির আপন স্ত্রিকে বধার্থে আজ্ঞা দেন

আরদসির যখন আরদওয়ান বাদসাহকে যুর্দ্ধে নষ্ট করিয়াছিলেন তাহার দুই পুত্র পলাইয়া হিন্দুস্থানে গেল আর দুই জনকে বর্দ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং আরদওয়ানের এককন্যা ছিল তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; আরদসির এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া দিবার্দ্ধ সময়ে উৎতপ্ত রৌদ্রে দ্বারায় শ্রান্ত ও তৃষ্ণা যুক্ত হইয়া বাটীতে আসিয়া আপন স্ত্রী আরদওয়ানের কন্যার নিকটে শকরোদক চাহিলেন সে তৎক্ষণাত্ একপাত্রে শকরোদকে বিশমিশ্ত করিয়া আরদসিরের হস্তেদিল, তাহার মানসএই যে আরদসিরকে নষ্টকরিয়া তাহার ভতা আরদওয়ান বহমন জাহাকে আরদসির বয়েদ রাখিয়া ছিলেন তাহাকে বাদসাহ করিবেক কিন্তু দৈব যাহা হয় তাহা কেহ অন্যথা করিতে পারেনা যখন আরদসিরের হস্তে ঐ পাত্র দেয় তৎক্ষণাত্ আরদসিরের হস্ত হইতে সেই পাত্র ভূমে পড়িয়া ভগ্ন হইল তাহা দেখিয়া বেগম অতিশয় ভীতা হইয়া কাঁপিতে লাগিল বাদসাহ তাহা দেখিয়াসন্দেহ যুক্ত হইয়া এক দাসিকে চারিটা মোরগ আনিতে আজ্ঞা করিলেন; সে তৎক্ষণাত্ আনিল বাদসাহ সেই দক ও মোরগকে পান করাইলে তাহারা তৎক্ষণাত্ মরিল। তখন বাদসাহ আপন উজিরকে ডাকাইয়া সমস্ত বিবরণ কহিয়া পরে আরদওয়ানের কন্যার মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন, উজির বেগমকে কাটিবার নিমিত্ত্য মাঠে লইয়া চলিল পথি মধ্যে বেগম উজিরকে কহিল আমি বাদসাহ হইতে গর্ব্ভ

ধারণ করিয়াছি এইক্ষণে আমাকে বধ না করিয়া প্রসবান্তে বধ করিলে উত্তম হয়, উজির এই কথা শুনিয়া বেগমকে আপন বাটিতে এক ব ক্ষে রাখিয়া আপন স্ত্রীকে বেগমের তত্ত্বাবধান করিতে কহিল কিছুদিন পরে বেগম এক পুত্র প্রসব হইল উজির তাহার নাম সাপুর রাখিল, যখন সাপুর সাত বৎসরের হইল তখন একদিন আরদসির বাদসাহের সভায় নৃত্যগীত হইতেছে আর নগরীয় প্রধান লোক সকল বসিয়াছে এই সময়ে উজির ছেলাম করিয়া বাদসাহের মুখ কিঞ্চিৎ বিমর্ষ দেখিয়া বাদসাহকে কহিল আপনি এইক্ষণে পৃথিবীর বাদসাহ হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতেছ আর নৃত্য গীত আনন্দের সময় বিমর্ষ দেখিতেছি ইহার কারণ কি? বাদসাহ কহিলেন শুন উজির আমার বয়ক্রম একান্ন বৎসর হইল এপর্য্যন্ত অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ও ক্লেসকরিয়া অনেক দেশ অধিকার করিলাম কিন্তু এ সকলি বৃথা আমার এখন পর্য্যান্ত সন্তান হয় নাই আমি গতো হইলে আমার রাজ্য ধন অন্যে ভোগ করিবে বিমর্ষের কারণ এই। তখন উজির মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে বাদসাহের পুত্র হইয়াছে সে প্রকাশ করিবার সময় এই ইহা বিবেচনা করিয়া উজির গাত্রোত্থান করিয়া ছেলাম করিয়া কহিল হে বাদসাহ? যদি আমার প্রাণ ও অভয় আমাকে দান করেণ তবে আপনকার এমন দুঃখ দুর করিতে পারি, বাদসাহ কহিলেন এ বড় আশ্চর্য্যের কথা তুমি আমার মনদুঃখ দূর করিবে ইহার পর আর কি আনন্দ আছে ইহাতে প্রাণ ভিক্ষা ও অভয় চাহিতেছ ইহার কারণ কি? জাহা হউক আমি তোমাকে অভয়

দান দিলাম তোমার মানস জাহা থাকে তাহা বল, তখন উজির কহিল আপনার স্মরণ থাকিতে পারে বহু দিবস হইল এক দিবস আপনি সিকার করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া গহে আসিয়া আরদওয়ানের কন্যা আপনার বেগম কোন কারণ বশত তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন আমি তাঁহাকে এখান হইতে সঙ্গে করিয়া মাঠে যাইবার সময়ে পথি মধ্যে বেগম আমাকে জানাইলেন যে তুম বাদসাহর আজ্ঞায় আমার মস্তক কাটিতে লইয়া যাইতেছ কিন্তু আমি এইক্ষণে গর্ভবতী হইয়াছি আমাকে এখন না কাটিয়া প্রসবান্তে কাটিলে ভাল হয়;আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে না মারিয়া আমার বাটিতে এক বৃক্ষে রাখিয়া আমার স্ত্রীকে তাহার সেবাথে নিযুক্তা করিলাম। কিছুদিন পরে বেগমের এক পুত্র হইল তাহার নাম আমি সাহপুর রাখিয়াছি, আপনকার সেই পুত্র সাত বৎসরের হইয়াছেন; আমার প্রাণ ও অভয় চাহিবার কারণ এই যে আমি আপনকার আজ্ঞা হেলন করিয়াছি। বাদসাহ কহিলেন ওহে সত বিবেচক উজির তুমি যে কর্ম করিয়াছ তাহার ফল অবস্য হইবে অনথক হইবেনাঃ কিন্তু আমি সেই পত্রকে পরিক্ষা করিয়া গ্রহণ করিব; তুমি কল্য সেই বালকের সম বয়স্ক এক সত বালক আনিয়া সকলকে সমান অলঙ্কার বস্ত্র শুসজ্জিভূত করিয়া তোমার বাটির নিকটে যে মাঠ আছে সেই মাঠে সকল বালককে গুলি দাঁড়া খেলাইতে দিবা, আমি সেইস্থানে গিয়া পরিক্ষা করিয়া বালক লইব। পর দিবস উজির প্রতিবাসি ও অন্যং স্থান হইতে

সাহপুরের সম বয়স্ক এক শত বালক আনাইয়া সকলকে বসন ভূষণে ভূষিত করিয়া বৈকালে মাঠে লইয়া গুলি দাণ্ডা খেলাইতে দিল; আরদসির বাদসাহ কয়েক জন সভাসত সঙ্গে করিয়া সেই খানে উপস্থিত হইয়া সাহ পুরকে দেখিয়া কহিলেন এই বালকটির মুখ আমার মুখের ন্যায় দেখি তেছি পরে এক জনকে কহিলেন তুমি বালক দিগের মধ্যে গিয়া খেলিবার গুলি আমার নিকটে ফেলিয়া দেও সে ব্যক্তি কথিতমত করিলে সকল বালক ঐ গুলি লইতে অতি বেগে ধাবমান হইয়া বাদসাহর নিকট গুলি রহিয়াছে দেখিয়া সকল বালক দাঁড়াইয়া থাকিল তাহা দেখিয়া সাহ পুর বাদসাহর নিকট আসিয়া গুলি লইয়া বালক দিগ্যে দিলে তখন আরদসির সাহপুরকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করি য়া কহিলেন আমার পুত্র হইয়াছে কি আছে এমত বোধ আমার কখন হয় নাই কেবল এই পণ্ডিত ও সত বিবেচক উজিরের বিবেচনা দ্বারা আমি পুত্র পাইলাম পরে সাহ পুরকে লইয়া বেগমের অপরাধ মার্জনা করিয়া আপন বাটিতে লইয়া গেলেন তৎপরে পণ্ডিত দিগকে আনাইয়া সাহপুরকে রাজ নিতি প্রভৃতিবিদ্যা সিক্ষা করাইতে লাগি লেন এবং উজিরকে বিস্তর রত্নাদি দিলেন; আর টাকার উপর আরদসির বাদসাহর নাম চলিত রিত মত ছিল সেই অবধি ঐ টাকার এক দিগে বাদসাহর নাম আর এক দিগে উজিরের নাম লিখিতে আজ্ঞা করিলেন যখন সাহপুর যুবা হইল তখন উজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার বিবাহ কাহার কন্যার সহিত দেওয়া যায়? উজির কহিল কিদাহিন্দি নামক

এক জন উত্তম গনক আছে তাহার নিকট এক জন পণ্ডিত জাইয়া এই প্রশ্ন করুক সে গননা করিয়া জেমত কহিবেক সেই মত করা কর্ত্তব্য। তখন একজন পণ্ডিত কে কিঞ্চিৎ ধন দিয়া কিদাহিন্দির নিকট ঐ প্রশ্ন করিয়া ও গনক তাহা গননা করিয়া কহে জানিয়া আসিতে পাঠাইলেন পণ্ডিত তাহার নিকট জাইয়া প্রশ্ন করিলে গনক গননা শুভাশুভ বিচার করিয়া কহিল মেহরকের কন্যারসহিত সাহপরের বিবাহ হইবে আমার বিচার এই হইতেছে তাহা হইলে বংশের ও রাজ্যের কুসল হইবে বাদসাহকে এইকথা কহিবা। পণ্ডিত গণকের নিকট হইতে বাদসাহর সন্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ রুপ কহিলে বাদসাহ কহিল মেহরক আমার সত্রু ছিল তাহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ কদাচ দিবনা, আর মেহরককে ও তাহার গোষ্ঠিকে যখন আমি নষ্ট করিয়াছিলাম তখন তাহার এক ছোট কন্যা ছিল সে কোথায় পালাইয়াছে তৎ কালে তাহার অনসন্ধান করিয়া পাওয়া জায়নাই আছে কি মরিয়াছে;তাহা ও কহিতে পারি না, যদি তাহাকে পাওয়া জায় তবে তাহাকে অগ্নিতে পোড়াইয়া মারিব ইহা কহিয়া একজন সরদারকে আজ্ঞা করিলেন তুমি কথক গুলিন সেনা সঙ্গে লইয়া চেহরম নগরে যে স্থানে মেহরকের বাটিছিল সেইস্থানে জাইয়া অনসন্ধান করিয়া যদি মেহরকের কন্যা থাকে তবে তাহাকে ধরিয়া আন সরদার বাদসাহর আজ্ঞা মত চেহরম নগরে যাত্রা করিল। মেহরকের কন্যা পরম পরায় এই কথা শুনিয়া চেহরম নগর হইতে পলাইয়া কিছুদুরে এক কৃষকের বাটিতেগিয়া থাকিল

ঐ সরদার তথায় পৌছিয়া কিছুদিন থাকিয়া মেহরকের কন্যার অনেকঅনুসন্ধান করিয়া নাপাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাদসাহকে জানাইল। কিয়ৎ কাল পরে আরদসির সাহাপুর কে লইয়াএক দিবস সিকার করিতে গেলেন সাহপুর এক সিকারের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অনেক দূর গিয়া রৌদ্রে কাতর ও তৃষ্টা যুক্ত হইয়া অতিদূরে একগ্রাম দেখিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া এক কৃষকের আলয়েএক যুবতী সুন্দরী কূপ হইতে ডোলে জল তুলিতেছে ইহা দেখিয়া তাহাকে কহিলেন আমি অত্যন্ত তৃষ্টাযুক্ত হইয়াছি আমাকে জল দেও পান করিব, যুবতী কহিলএ কূপের জল লবণাক্ত আমার সঙ্গে আইস অন্য কূপ হইতে মিষ্ট জল দিব। সাহপুর তাহার সঙ্গে চলিলেন এমত সময়ে সাহপুরের একজন অনুচর আসিয়া পৌছিল ঐ যুবতী সেই কূপে ডোল নিক্ষেপ করিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে সাহপুর তাহাকে কহিলেন আর কেন তুমি পরিশ্রম কর আমার ভৃত্য আসিয়াছে ইহার হস্তে ডোলের রজ্জু দেও টানিবেক। যুবতী ঐ ব্যক্তির হস্তে রজ্জু দিয়া সেইস্থানে বিশ্রাম করিল, ঐ ব্যক্তি ঐ রজ্জু ডোল পুরিত জল সহিত তুলিতে অনেক বল প্রকাশ করিল কিন্তু কোনমতে তুলিতে নাপারিয়া সাহপুরকে কহিল এ ডোল অতি ভারি আমি টানিয়া তুলিতে পারিবনা, সাহপুর কহিল এই যুবতী এই ডোলে জল তুলিতে ছিল তুমি পুরুষ হইয়া ডোল টানিতে পারিলেনা; পরে আপনি সেই রজ্জু ধারণ করিয়া বহুকষ্টে ডোলতুলিয়া যুবতীকে বিস্তর প্রশংসা

করিলেন। যুবতী কহিল ওহে সাহপুর বাদসাহ ; এ কূপের মিষ্টজল পান কর, সাহপুর কহিল তুমি কি প্রকারে জানিলে যেআমি সাহপুর বাদসাহ ? যুবতী কহিল আমি শুনিয়াছি সাহপুর বাদসাহ অতি বলবান্ সাধারণ লোকে এ ডোল জল পুর্ণ্ণ হইলে টানিয়া তুলিতে পারে না এই হেতু অনুমান করিলাম তুমি সাহপুর বাদসাহ হইবে। পরে সাহপুর সেই যুবতীকে কহিলেন তুমি কাহার কন্যা তোমার পিতার নাম কি তাহা সত্য করিয়া আমাকে কহ ? সে কহিল আমি কৃষকের কন্যা, সাহাপুর কহিল চাসার কন্যা এমত সুন্দরী ও বলবিশিষ্টা এবং সভ্যা কখন হয় না তুমি মিথ্যা কহিতেছ, অতএব আপন পিতার নাম গোপন করা বিশিষ্ট ধারা নহে তোমার পিতা কে তাহা সত্য করিয়া আমাকে কহ? আমি ও সত্য করিতেছি তোমার মন্দ করিবনা বরং ভাল করিব, ইহা শুনিয়া ঐ যুবতী রোদন করিয়া কহিল চেহরম সহরের বাদসাহ মেহরক ছিল ইহা শুনিয়া থাকিবা আমি তাহারি কন্যা গুহ বৈগন্য প্রযুক্ত তোমার পিতা আরদসির বাদসাহর ভয়ে ভীতা হইয়া এই কৃষির বাটিতে দাস্যবৃত্তি করিয়া কালযাপন করিতেছি। সাহপুর এই কথা শুনিয়া সেই কৃষককে ডাকাইয়া ঐ যুবতীকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা করিলেন; কৃষি তৎখনাত সম্মত হইয়া সেই যুবতী সাহপুরকে অর্পণ করিল সাহপুর তাহাকে আপন বাটীতে আনিয়া আপনার দিগের নিয়ম মত ঐ যুবতীকে পিতার অজ্ঞাতে গোপনে বিবাহ করিয়া আপন বাটিতে রাখিলেন। কিছুদিন পরে তাহার গর্ব্ভে এক পুত্র হইল তাহার নাম ওজমোরদ রাখিলেন, সাত

আট বৎসর পরে আরদসির বাদসাহ সাহপুরকেসঙ্গে লইয়া শিকার করিতে চলিলেন, কিঞ্চিৎ দুর জাইয়া দেখিলেন কথক গুলিন বালক গুলি দাণ্ডা খেলিতেছে০ বাদসাহ সেই স্থানে দণ্ডাইলেন দৈবাত তাহার দিগের গুলি বাদসাহের সম্মুখে আসিয়া পড়িল কোন বালক সেখানে আসিয়া গুলি লইতে পারিলনা, তাহা দেখিয়া সাহপুরের পুত্র ওজমোরদ জাইয়া গুলি আনিয়া বালক দিগেয় দিলেন, ইহা দেখিয়া বাদসাহ উজিরকে কহিলেন এ বালকটী কাহার জিজ্ঞাসা কর? উজির তাহার নিকট গিয়া তাহার পিতারনাম জিজ্ঞাসা করিল? বালক উত্তর করিলনা, উজির আসিয়া বাদসাহকে জানাইলে বাদসাহ কহিলেন ঐ বালককে আমার নিকট ডাকিয়া আন। পশ্চাত উজির জাইয়া বালককে সঙ্গে লইয়া বাদসাহের নিকট আনিলে বাদসাহ তাহাকে কহিলেন তোমার পিতার নাম কি? বালক কহিল।

সাহপুর আমার পিতা তুমি পিতা তার।
মেহরক মাতামহ মসগুল সারকার।।

বাদসাহ এই কথা শুনিয়া বিস্ময়া পন্ন হইয়া সাহপরকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহপুর ভিত হইয়া নিরব থাকিলে বাদসাহ সাহপুরকে বিমন দেখিয়া তাহাকে অভয় দিয়া কহিলেন হে পুত্র? তোমার পুত্র হইয়াছে এত দুঃ- খের বিশয় এতদিন একথা কেন আমাকে না জানাইয়া গো- পন রাখিয়াছ, তখন সাহপুর পূর্ব্বে যে বাদসাহের সঙ্গে শিকার করিতে গিয়া কুপের জল তোলার বিবরণ এবং সেই মেহরকের কন্যাকে বিবাহ করাওত, হারগর্ভে ওজমোরদের

জর্ম্ম হওয়া সকল বিস্তারিত করিয়া কহিলে আরদসির সকল কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া বাটিতে আনিয়া নৃত্যগীতাদি করিলেন, কিছুদিনপরে সাহপুরকে বাদসাহি দিয়াপিড়িত হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। আরদসির বাদসাহ চল্লিষ বৎসর বাদসাহি করিয়াছিলেন ॥

সাহপুর বাদসাহর বিবরণ ॥

সাহপুর বাদসাহ হইয়া পিতা অপেক্ষা বিচার ও দান করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে তাবৎ মনুষ্য তুষ্ট হইয়া তাহার বসিভূত হইল, কিছুদিন পরে কর্ম্মচারিগণেরা জ্ঞাপন করিল যে কয়ছর রোম রোমের বাদসাহ পূর্ব্বে যেমত কর দিত তাহা না দিয়া বরং বজানোস নামে একজন বলবান্ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে; সাহপুর এই বাক্য শুনিয়া গরদাস্প নামে সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া কয়ছর রোমের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন; তাহারা সাহপুরের সেনা দর্শন করিয়া যুদ্ধআরম্ভ করিয়া ক্ষণেক কাল পরে কয়ছরের সেনাপতি বজানোস বদ্ধ হইল, কয়ছর রোম তাহা দেখিয়া আপনার একজন দূত তাহার সহিত নানাবিধ উপঢৌকনীয় দ্রব্য এবং করের যে মধ্য বাকি ছিল তাহা দিয়া সন্ধি নির্ব্বন্ধ করিয়া আপন দেশে প্রস্থান করিল। সাহপুর ইরানে চল্লিষ বৎসর বাদসাহি করিয়া ওরমোরদকে বাদসাহিতে অভিষেক করিলেন কিয়দ্দিবস পরে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥

সাহপুরের পুত্র ওজমোরদ সাহ ত্রিস বৎসর
বাদসাহি করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥

তাহার পর ওজমোরদ সাহের পুত্র বহরাম সাহ
আটবৎসর বাদসাহি করিয়া লোকান্তর হইলেন ॥

তাহার পর বহারাম সাহের পুত্র বেন বহারাম সাহ
উনিস বৎসর বাদসাহি করিয়া স্বর্গে যাত্রা করিলেন ।

তাহার পর তাহার পুত্র বহরাম বহরামিয়ান
চারি মাস বাদসাহি করিয়া মরিলেন ॥

তাহার পর তাহার ভ্রাতা নরছিসাহ নয়বৎসর
বাদসাহি করিয়া স্বর্গে যাত্রা করিলেন ॥

তাহার পর তাহার পুত্র ওজমোরদ নয়বৎসর
বাদসাহি করিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিলেন ॥

ওজমোরদ সাহপুরের বিবরণ ॥

তাহারপরতাহারপুত্রওজমোরদসাহপুর বাদসাহ হইয়া সুবিচারদ্বারা বাদসাহি করিতে লাগিলেন, কিছুদিনপরে তায়েব আরব নামক আরবের বাদসাহ সৈন্য লইয়া তয়ছফুন নামে ইরানের অন্তঃপাতি এক নগর সেস্থানে সাহপুর সাহের পিতৃস্বসা নরছি সাহের কন্যা নৌসা সেই নগরের রাজ্ঞি ছিল. উক্ত নগর লুটকরিয়া ঐ নৌসা বেগমকে ধৃতকরিয়া আপন

দেশে লইয়া বিবাহ করিলেন; কিয়দ্দিবস গতে ঐ নৌসার এক কন্যা হইল তাহার নাম মালকা রাখিল, এখানে ওজ-মোরদ সাহপুর এই কথা শুনিয়া বহুবিধ সেনা ক্রমেশে একত্রিত করিয়া আরব দেশে তায়ের আরবের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিয়া বহু দিবস তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার অনেক সেনা মারা পড়িল দেখিয়া ত্যক্ত হইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ হইয়া তৎদ্বার বন্ধ করিল। সাহপুর ঐ দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিলেন; তায়ের আরব কোন প্রকারে পালাইতে নাপারিয়া দুর্গের ভিতর হইতে মধ্যে২ যুদ্ধ করিত এই প্রকার একমাস যুদ্ধ করিল, সাহপুর সাহ এক দিবস প্রাতে দুর্গের চতুর্দিগ নিরক্ষণ করিয়া পথের অনুসন্ধান করিতে গেলেন। তায়ের আরবের কন্যা মালকা সেই দুর্গের উপরিভাগে এক অট্টালিকাতে ভ্রমণ করিতেছিল, সাহপুর সাহকে দেখিয়া কামাশক্ত হইয়া আপন দাসীকে কহিল তুমি সাহপুর সাহের নিকট গিয়া কহ তিনি নরছি সাহের পৌত্র আমি নরছিসাহের দৌহিত্রি আমার মাতাকে তায়ের আরব ধৃত করিয়া আনিয়াছিল যদি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বিবাহ করেণ তবে এই দুর্গের দ্বার খুলিয়া তাহাকে আনি, দাসি সন্ধ্যার সময় সাহপুর সাহের সৈন্যগণের নিকট গিয়া এক জনকে কহিল তুমি যদি আমাকে সাহপুর সাহের সমীপে লইয়া জাও তবে তোমাকে তুষ্ট করিব, সে সাহপুর-কে জানাইয়া ঐ দাসিকে সাহপুর সাহের নিকটে লইয়া গেলে দাসি ছেলাম করিয়া মালকা যেমতং কহিয়াছিল তাহা সাহপুরকে জ্ঞাত করিল, সাহপুর আনন্দিত হইয়া দাসকে

অনেক অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া বিদায় করিলেন। দাসী সাহপুর রের নিকট হইতে মালকার সম্মুখে আসিয়া সাহপুরের সম্মত হওয়া জানাইলেন; মালকা হৃষ্টা হইয়া পর দিবস সন্ধ্যা গতে সভা করিয়া আপনার পিতা ও সরদার দিগকে ভোজনার্থে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইয়া পরিশেষে মদ্যপান করাইল ;যখন তাহারা উন্মত্ত হইয়া আপন২ গৃহে শয়ন করিতে গেল তখন মালকা আপন দাসিকেকহিল এই সময়ে তুমি দুর্গের দ্বার খুলিয়া সাহপুরকে আন' দাসি তৎখনাত্ মালকার নিকট হইতে যাত্রা করিয়া দুর্গের দ্বার খুলিয়া সাহপুর সাহর নিকট গেল; সাহপুর পঞ্চ বাক্যমত কথক গুলিন সেনা সঙ্গে লইয়া কোন সঙ্কেতস্থানে গোপনেছিলেন দাসি আসিবা মাত্র তাহার সঙ্গে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ষকদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন এই গোলযোগে তায়ের আরব ও সরদারেরা জাগৃত হইল যদি ও তাহারা মদ্যপানে উন্মতছিল তত্রাপি যুদ্ধ করিতে অশক্ত নাহইয়া সম্পূর্ণ রূপে যুদ্ধারম্ভ করিল। সাহপুরের সেনারা অনেক সৈন্য নষ্ট করিয়া তায়ের আরবকে ধৃত করিল, এই সময়ে রাত্রি প্রভাতা হইলে মালকা দুর্গের উপর আপন বালাখানায় একাসনে সাহপুরের সঙ্গে বসিয়া রহিয়াছে; তায়ের আরব তাহা দেখিয়া বোধ করিল যে কন্যাই সাহপরকে দুর্গ মধ্যে আনিয়াছে। তখন তায়ের আরব সাহপুরকে কহিল আমার কন্যা এই কাণ্ড করিয়াছে ইহার রিতী চরিত্র বিচার করিয়া কর্ম করিবা ইহাহইতে তোমার কখন ইষ্টসিদ্ধ হইবেকনা। সাহপুর কহিল তুমি আমার ঘরের স্ত্রিলোক

কে আনিয়াছিলা এ নিমিত্ত্য সেই তোমার ঘর নষ্ট করিল পরে সাহপুর তায়ের আরব ও তাহার সরদারগণকে বিনাশ করিয়া তথাকার ধন রত্নাদি লইয়া মালকা ও নৌসাকে সঙ্গে লইয়া আপন অধিনস্থ লোক সেই দুর্গে রক্ষিত করিয়া ইরানে আসিয়া কিছুদিন শুখে বাদসাহ করিতে লাগিলেন

ওজমেরদ সাহপুর সাহর রোমদেশে বর্দ্ধ ॥

একদিন সাহপুর সাহ অকারণে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন দিবাগতো হইল রাত্রে সয়ন করিলেন কিন্তু নিদ্রা হইলনা, রাত্র দুইপ্রহরের সময়ে অতিসয় ব্যাকুল হইয়া গণকে ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন, গণককে দেখিয়া কহিলেন অকারণ আমার মনে নানা ভয় ও ভাবনা হইতেছে ইহার কারণ কি? গণক অনেক গণনা করিয়া কহিল অপনি অতি সিঘ্র অকারণে কিছুদিন ক্লেস পাইবেন কিন্তু প্রাণের কোন আঘাত হইবেনা, বাদসাহ কহিলেন কোন উপায়ে তাহা রহিত করাজায়না?

গণক কহিল শুন ওহে নরপতি।
কার সাধ্য নাড়িবেক গ্রহদের গতি ॥
বলেতে বুদ্ধিতে তাহা নাড়া নাহি জায়।
গ্রহদ্দের ভোগ হয় ঈশ্বর ইচ্ছায় ॥

বাদসাহ ইহা শুনিয়া গণককে বিদায় করিলেন: কিছুদিন পরে মনে করিলেন রোমের বাদসাহ কিরূপ বিচার করে আর সেনা কত ও প্রজারা কিরূপ মান্য করে তাহা দেখিব, এই স্থির করিয়া একজন বিজ্ঞ এবং বলবানকে বিরলে

কহিলেন কিন্তু সওদাগরি দ্রব্যের আয়োজন কর, সে অতি শিঘ্র প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করিল তখন বাদশাহ উজিরেকে রাজকর্ম্ম ও রাজ্যের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া কয়েকজন অনুচর লইয়া সওদাগরের বেশ ধারণ করিয়া রোম দেশে যাত্রা করিলেন, কয়েক দিবস পরে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া এক সরাইতে বাসা করিলেন। পরদিবস উত্তম২ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া কয়ছর রোমের নিকট উপস্থিত হইয়া ছেলাম করিয়া উপঢৌকন প্রদান করিলেন, কয়ছর রোম জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে?

রোমপতি কহে কহ তুমি কোন জন।
আকার প্রকারে দেখি রাজার লক্ষণ॥
রাজা কিম্বা রাজপুত্র হইবে নিশ্চয়।
কে বটে আপনি শিঘ্র দেহ পরিচয়॥
শাহপর কহে আমি হই সওদাগর।
পারসির জাতি বাটি পারস নগর॥
বানিজ্য করিয়া দেশে বিদেশে বেড়াই।
এখানে বানিজ্য হেতু পরিচয় এই॥

আমি বানিজ্য কারী নানা দেশীয় উত্তম২ দ্রব্য সামীগ্র আনিয়াছি যাহা আপনার মনোনিত হয় তাহা গ্রহণ করুন; কয়ছর রোম তাহার বাক্যে তুষ্ট হইয়া অনেক কথপকথন করিয়া খাদ্য দ্রব্য আনাইয়া আহার করিতে কহিলেন, সাহপুর আহার করিতে বসিলেন ঐ সময়ে একজন সভায় আইল সে সাহপুরকে জানিত; সাহপুরসাহ আহার করিতেছেন

দেখিয়া কয়ছর রোমের নিকট গিয়া কহিল এই যে বণিক বেশে আহার করিতেছে এ ব্যক্তি ইরানের বাদসাহ ইহার নাম গুজমোরদ সাহপুরসাহ । কয়ছর রোম তাহার রিতী চরিত্র আকার প্রকার দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়াছিল তাহার বাক্য শুনিয়া বিস্ময় হইয়া অন্য কাহাকেও কিছু না কহিয়া রক্ষকগণকে কহিলেন ঐ যে সওদাগর আহার করিতেছে উহার নাম সাহপুর সাহ ইরানের বাদসাহ; যখন আমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাসায় যাইবেক তখন উহাকে ধৃত করিবা । সাহপুর আহার করিয়া কয়ছরের সমীপে আসিয়া বাসায় জাইতে বিদায় হইলেন; এমত সময়ে রক্ষকেরা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল তুমি কোথা জাইবা তুমি সাহপুর সাহ আমার বাদসাহর দেশের অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছ তোমাকে ছাড়িবনা, ইহা কহিয়া সাহপুর সাহর দুই হস্ত বন্ধন করিয়া কয়ছর রোমের নিকটে লইয়া গেল, কয়ছর রোম তাহার পায়ে লৌহ সৃঙ্খল দ্বারা বর্দ্ধ করিয়া আপন বাটীর মধ্যে এক গৃহে চাবি দিয়া রাখিলেন, পরে আপন বেগমকে ডাকিয়া চাবি তাহার হস্তে দিয়া কহিলেন এই কয়েদি ব্যক্তিকে প্রাণ ধারণ উপযুক্ত আহার দিবা এই কহিয়া রক্ষকগণকে কহিলেন সাহপুরের বাসায় যে সকল মনস্য আছে তাহার দিগকে আনিয়া কারাগারে বর্দ্ধ করিয়া রাখ । ইহা কহিয়া সসৈন্যে ইরান দেশে লুট করিতে গমন করিলেন । কয়ছয়েরবেগম ঐ চাবি তাহার প্রধান দাসী ইরানি এক যুবতীছিল তাহাকে দিয়া ঐ কয়েদীকে আহারদিতে আজ্ঞা করিলেন;সে প্রত্যাহ

স্যাহপুরকে খাদ্য দিবা দিতে জাইত কিন্তু সর্ব্বদা সাহপুরকে খিদ্যমান ও রোদন করিতে দেখিয়া এক দিবস কহিল তুমি সর্ব্বদা রোদন কর ইহার কারণ কি আর তুমি কে কি অপরাধে কয়েদ হইয়াছ তাহা বল? সাহপুর কহিল যদি দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে যদ্যপি ধর্ম্মতঃ সত্য কর এ কথা প্রকাশ করিবানা তবে আমার বৃত্তান্ত কহি? সেই যুবতী ইহা শুনিয়া সত্য করিয়া কহিল তোমার কথা প্রকাশ করিব না বরং তোমার সাহায্যে আল্লাহের তাকার চেষ্টা করিব; তখন সাহপুর কহিল আমি ইরানের বাদসাহ সাহপুর, সওদাগারি করিতে এ দেশে আসিয়া ছিলাম কয়ছর রোম তাহার নিকট এই কথা শুনিয়া আমাকে বদ্ধ করিয়া ইরান দেশ লুট করিতে গিয়াছে, যদি তুমি আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আমার সঙ্গে জাও তবে তোমাকে ইরানের প্রধান বেগম করিব। ইহা শুনিয়া সেই যুবতী কহিল আমি নিশ্চয় তোমাকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিব, আর সেই দিবস অবধি উত্তম খাদ্য দ্রব্য সাহপুরকে দিত এই রূপে পোনের দিবস গতো হইলে সাহপুরকে কহিল কল্য নগর প্রান্তে এক মাঠে কোন উৎসবোপলক্ষে দেশস্থ মনুষ্য প্রায় সকলেই জাইবেক; এবং আমার দিগের বেগম তাহা দেখিতে গমন করিবেন কেবল আমি এখানে একাকি থাকিব আর তোমার রক্ষকেরা ও রাজ বাটির রক্ষকেরা প্রায় সকলে বেগমের সমভিব্যবহারে জাইবেক॥

নিশ্চয় জানিও তুমি ওহে নরপতি।
কল্য আপনাকে আমি দিব অব্যাহতি

আমাকে লইয়া যেতে হবে মহারাজ।
বিস্মৃতি নাহবে তুমি গাথি নিজ কায়॥

এই কহিয়া আপন বাটিতে জাইয়া উত্তম শুশিক্ষিত দুই ঘোটক ও দুই সেপাহির পরিচ্ছদ ও অস্ত্রাদি আনিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিল, পর দিবস প্রাতে বেগম মেজা দেখিতে গেলেন সেনা ও রক্ষকেরা অনেক তাঁহার সঙ্গে গেল, সেই যুবতী শুন্যাগার দেখিয়া নাহপুরের নিকট আসিয়া তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দুইজনে সেপাহির বেশ ও অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া দুই ঘোটকে আরোহণ করিয়া ইরানে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন দিবা।রাত্রি গমনে শ্রান্তযুক্ত হইয়া অতি দুরে এক গ্রাম দেখিয়া সেই দিগে গিয়া সন্ধ্যের সময় এক উদ্যান দ্বারে পৌছিয়া শব্দ করিলে মালি দ্বার খুলিয়া দুইজন অশ্বারোহি শ্রান্ত যুক্ত দেখিয়া কহিল আপনারা কে কোথা হইতে আইলে কোথা যাইবা নাহপুর কহিল আমরা ইরানি মৃগয়া করিতে গিয়াছিলাম পথ ভুমে অনেক স্থানে ভ্রমন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি যদি এই রাত্রে আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপন বাটিতে স্থান দেও তবে চির বাধিত হইব। মালি সিষ্টাচারি করিয়া কহিল এ তোমারি ঘর স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন কর, তখন দুইজনে ঘোটক হইতে নামিয়া মালির এক গৃহেথাকিলেন, মালির স্ত্রি কিছু খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিল নাহপুর আহার করিয়া মালিকে ইরানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে মালি রোদন করিতেং কহিল কয়ছর রোম আসিয়া ইরান লুট করিয়া আর অনেক লোককে নষ্ট ও হত করিয়া

লইয়া গিয়াছে। সাহপুর কহিল ইরানের বাদসাহ সাহপুর কোথা গিয়াছে? মালি কহিল সাহপুর সাহ প্রাণে আছেন কি মরিয়াছেন তাহার সন্ধান কেহ কহিতে পারেনা; কিন্তু তাহার সঙ্গে যে সকল লোকছিল তাহারা রোমদেশে কয়েদ আছে শুনিয়াছি, এই কথা কহিয়া মালি অনেক খেদ ও রোদন করিলে সাহপুর কহিল তুমি ধৈর্য্য হও আমি পথি মধ্যে শুনিয়াছি দুইতিন দিবসের মধ্যে সাহপুর সাহ আপন দেশে আসিবেক। প্রাতে মালি সাহপুরকে অনেক শিষ্টাচারি করিয়া কহিল তোমার বাসার যোগ্য এ কাঠর নয় ॥

সঙ্কটে পড়িয়া বাস করিলে হেথায় ॥ মালি এক ফুলের তোড়া সাহপুরকে দিল সাহপুর মালিকে কহিলেন সাহপুর সাহর উজির এইক্ষণে কোথায় তুমি জ্ঞাত আছো? সে কহিল উজির আপন বাটিতে আছে, পরে মালিকে কহিলেন কিঞ্চিৎ কাগজ আন মালি কাগজ আনিয়া দিলে সাহপুর ঐ কাগজে সেই ফুলের তোড়া আচ্ছাদন করিয়া আপনার মোহর চিহ্ন করিয়া কহিলেন এই কাগজ সহিত তোড়া উজিরের হস্তে দিয়া সে যাহা কহে আমাকে আসিয়া কহ। মালি ঐ তোড়া লইয়া উজিরকে দিলে উজির বাদশাহর মোহর দেখিয়া আনন্দিতহইয়া মালিকেকহিলেন এ তোড়া কাহার নিকট হইতে আনিয়াছ; এবং যে ব্যক্তি তোমাকে দিয়াছে সে কোথায় আছে? মালি কহিল একজন অশ্বা রোহি এক যুবতীকে সঙ্গে করিয়া গতো কল্য সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া আমার বাটিতে আছে। উজির ইহাশুনিয়া একজন সরদারকে মালির সঙ্গে সাহপুরকে দেখিতে পাঠাইলেন,

মালি তাহাকে আপন বাটিতে লইয়া সাহপুরকে কহিল উজির এক লোক পাঠাইয়াছে, সাহপুর তাহাকে ডাকিয়া উজিরকে আনিতে কহিলেন সে ছেলাম করিয়া বিদায় হইয়া উজিরকে আসিয়া কহিল সাহপুর যাহা আসিয়াছেন আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন, তখন উজির সরদার দিগকে সঙ্গে লইয়া মালির বাটিতে গিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাত করিলেন। বাদসাহ উজিরকে আলিঙ্গন দিয়া ও সরদার দিগকে সমাদর পূর্ব্বক বসাইয়া কয়ছর রোমের বাটিতে যে প্রকার বদ্ধ হইয়াছিলেন ও বেগমের প্রধান সয়লিনী যে প্রকারে মুক্ত করিয়াছে তাহা সমুদয় কহিয়া আজ্ঞা করিলেন তোমরা সীঘ্র কথক গুলিন সেনা প্রস্তুত কর। সরদারেরা আজ্ঞা মত কথক গুলিন সেনা সংগ্রহ করিয়া কহিল, বাদসাহ কয়েক জন মনস্য রোম দেশে পাঠাইলেন তাহারা তথায় গিয়া তত্ত্ব জানিয়া কহিল যে কয়ছর রোম দিবা রাত্রে নৃত্য গীত বাদ্য ও মদিরা পানে মত্ত আছে আর তাহার সরদার ও সেনারা কে কোথায় তাহার সন্ধান কেহ জিজ্ঞাসা করেনা। সাহপুর এই কথা শুনিয়া বারসহস্র সেনা লইয়া রোমদেশে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস গত হইলে রোমে পৌছিয়া সেনা গণকে আজ্ঞা করিলেন যে যাহাকে দেখিবা তাহাকে তৎক্ষণাত নষ্ট করিবা তাহারা ঐ মত করিল। কয়ছর এই সংবাদ শুনিয়া আপন নগরে যে সেনা ছিল তাহা একত্র করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইল, সাহপুর রোমের অনেক সেনা কে বিনাশ করিয়া কয়ছর রোম ও তাহার সরদার দিগকে কয়েদ করিলেন। কয়ছর রোমকে বান্ধিয়া বাদসাহের

নিকটে আনিত হইলে তাহাকে কহিলেন আমি তোমার দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ছিলাম তুমি আমাকে বিনা অপরাধে কি নিমিত্ত্য কয়েদ করিয়া ছিলে ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার রিতী এই যে বিদেশি ও সওদাগর লোক তোমার দেশে আইলে তাহার দিগেকে কয়েদ করিয়া ধন সম্পত্তি লুটিয়া লও। কয়ছর রোম অনেক বিনয় পূর্ব্বক কহিল যে আমার অপরাধ হইয়াছে ক্ষেমা কর, এই তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া রহিব। সাহপুর কহিল তুমি ইরান দেশে আইয়া সে দেশ লুটিয়া পুড়িয়া উচ্ছন্ন কেন করিলে এবং তথাকার প্রজাগণ কেন নষ্টকরিলে? ইহা শুনিয়া কয়ছর রোম নিরুত্তর হইয়া থাকিল তখন তাহার দুই কর্ণ ছেদন ও নাসিকা ছিদ্র করিয়া তাহাতে রজ্জু সংযোগ করিয়া এবং দুই পদে লোহার বেড়ি দিয়া কয়েদ রাখিলেন কয়ছরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবছ এই কথা শুনিয়া কথক গুলিন সেনা সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ করিতে আইল সাহপুর তাহা দেখিয়া আপন সেনা লইয়া তাহার প্রতি আক্রমন করিলেন সাহাপুরের অনেক সৈন্য দেখিয়া সে পলায়ন করিল তাহার পর বজানোস নামক এক সরদার সন্ধি করিবার নিমিত্ত্য পত্র লিখিয়া পাঠাইল। সাহপুর তাহাকে ডাকাইয়া করের নিয়ম নিরূপণ করিয়া বজানোসকে রোমের বাদসাহ করিয়া আপনি ইরানে আসিয়া শুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন কয়ছর রোম কিছু কাল পরে কারাগারেপ্রাণত্যাগ করিলেন এই সময়ে মানি নামক একজন চিত্র কর চিন দেশ হইতে

আসিয়া সাহপুরের সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া চিত্র বিদ্যার দ্বারা বাদসাহকে বাধ্য করিয়া শেষে কহিল আমি ঈশ্বরের পেগম্বর; অর্থাৎ অবতার বাদসাহ এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত দিগকেডাকাইয়া ধর্ম্মসাস্ত্র মত বিচার করিয়া তাহার সরিরের চামড়া খুলিয়া লইতে আজ্ঞাকরিলেন যেমনষ্য হইয়া এরূপ অবতারআপনাকে প্রকাশ করিবে তাহার এইরূপ দণ্ডহইবে যখন সাহপুর সত্তরী বৎসর বাদসাহি করিলেন তাহার এক পুত্র অতি বালকছিল এনিমিত্ত্য আপনার কনিষ্ট ভ্রাতা আরদসিরকে কহিলেন যদি তুমি সত্য কর আমার পুত্র উপযুক্ত হইলে তাহাকে বাদসাহি দিবা, আর তুমি তাহার উজির থাকিবা তবে এইক্ষণে তোমাকে বাদসাহ করি। আরদসির এতৎবাক্য স্বিকার করিল তখন আরদসিরকে বাদসাহিতে অভিসেক করিলেন। ওজমোরদ সাহপুর সত্তরী বৎসর বাদসাহি করিয়া সর্গারোহণ করিলেন ॥

সাহপুরের ভ্রাতা আরদসির বাদসাহি

আরদসির বাদসাহ দস বৎসর বাদসাহি করিয়া যখন সাহপুরের পুত্র উপযুক্ত হইল তাহাকে বাদসাহ করিয়া আপনি উজির হইলেন ॥

সাহপুর বেন সাহপুর বাদসাহ ; হইয়া পৈত্রিক রিতীমত দান ধ্যান আচার বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন• পাঁচ বৎসর চারিমাস পরে এক দিবস সরদারদিগকে সঙ্গে লইয়া সিকার করিতে গিয়া সমস্তদিন সকলে সিকার করিয়া সন্ধের পর আহার করিয়া আপন২ শিবিরে সকলে সয়ন করিলেন,

রাত্র দুই প্রহরের সময়ে অত্যন্ত ঝড় আরম্ভ হইয়া বাদশাহের শিবিরের স্তম্ভ ভগ্ন হইয়া বাদশাহের মস্তকে পতিত হইয়া মস্তক চূর্ণ হইল তাহাতেই বাদশাহের মৃত্যু হইল ॥

বহরাম শাহপুরের বাদশাহি

তাহার পর তাহার পুত্র বহরাম শাহপুর বাদশাহ হইয়া চন্দ্রবৎসর বাদশাহি করিয়া পীড়িতহইয়া মরিলেন, তাঁহার এক কন্যা ও ভ্রাতা এজদ জোরদ শাহপুরছিল তাহাকে বাদশাহ করিয়া লোকান্তর্গত হইলেন ॥

এজদ জোর্দ শাহপুরের বাদশাহি

এজদ জোরদ শাহপুর বাদশাহ হইয়া পৈত্রিক নিতী ত্যাগ করিয়া অতি দৌরাত্ম্য ও অন্যায় আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পরে তাহার এক পুত্র হইল তাহার নাম বহরাম রাখিলেন। মন্দজ নামক একজন পণ্ডিতকে আনাইয়া বহরামকে রাজনীত ধর্ম্ম শাস্ত্র আদি শিক্ষা করিতে দিলেন, যখন বহরাম পণ্ডিত হইল তখন আপন পিতার সহিত সাক্ষাত করিতে আইল, এজদ জোরদ শাহপর বহরামকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। একবৎসরেরপর বহরামকে মুক্ত করিয়া এমন্দজ পণ্ডিতের সহিত এমন দেশে পাঠাইলেন; কিছুকাল পরে বাদশাহের নাসারন্ধ্র হইতে রক্ত শ্রাব পীড়া হইল তন্নিমিত্তে অনেক ঔষধ করিলেন তদ্দারা কিঞ্চিৎ স্থকিতরহিল সাম্যক রূপে আরোগ্য হইলনা। কিয়ৎকাল পরে বাদশাহ এক দিবস

সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতে গিয়া নানা স্থানে নানা প্রকার কৌতুক সন্দর্শন করিতেছেন, এমত সময়ে সমুদ্র হইতে অতি সুন্দর এক ঘোটক তটে আসিয়া চরিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া বাদসাহ সেনাগণকে কহিলেন সকলে মিলিত হইয়া এই সমুদ্রীয় ঘোটককে ধৃত করিয়া আন ইহা শুনিয়া সকলে যাইয়া সেই ঘোটককে ধরিয়া তাহার মুখে লাগাম ও পৃষ্ঠে জিন বান্ধিয়া বাদসাহের নিকটে আনিল, বাদসাহ ঐ ঘোটক দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেই অশ্বোপরি আরোহণ হইলেন, বাদসাহ আরোহণ করিলে সেই ঘোটক অত্যন্ত লম্ফ ঝম্প করিয়া বাদসাহকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার বক্ষ স্থলে এতদ্রূপ পদাঘাত করিল যে তাহাতেই বাদসাহ তৎক্ষণাত প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এবং ঘোটক লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পড়িয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিল আর কেহ দেখিতে পাইল না এজদ জোরদ সাহপরসাহ মরিলে সরদারেরা দেখিয়া তাহার মৃত্যুদেহ লইয়া গোর দিলেন।।

খোছরো বাদসাহের বিবরণ।।

এজদ জোরদ সাহপুর সাহের মৃত্যু হইলে সকল প্রধান ও সরদারেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে এজদ জোরদ বাদসাহ অতি দুরাত্মা ছিল তাহার পুত্র বহরামও সেইরূপ হইবেক সে এমন দেশে আছে তাহাকে আমরা বাদসাহ করিবনা, এই স্থির করিয়া ঐ রাজবংশীয় খোছরো নামক একবৃদ্ধ ছিল তাহাকে ইরানের বাদসাহ করিল। কিছুদিন পরে বহরাম আপন পিতার মৃত্যু ও খোছরোকে সরদারেরা

অক্য হইয়া বাদসাহ করিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইরানের সরদারদিগকে এই প্রকার একপত্র লিখিল যে আমি শুনিলাম এজদ জোরদ নামপুর বাদসাহের দণ্ড হইলে আমি দেশে আছি তাহা তোমরা সকলে জ্ঞাত থাকিয়াও আমাকে কোন সম্বাদ না করিয়া খোছরোকে বাদসাহ করিয়াছ ইহার কারণ কি? সরদারেরা ঐ পত্র পাইয়া সকলে পরামর্শ করিয়া উত্তর লিখিল যে বাদসাহ মরিলে তক্ত খালি হওয়াতে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল এ নিমিত্ত্য বাদসাহের ম সীয় একজন খোছরো নামছিল তাহাকে সকলে অক্য হইয়া বাদসাহ করিয়াছি, এই পত্র লিখিয়া জওয়ানুই নামক একজন পণ্ডিত দ্বারা পাঠাইল; সে বহরামের নিকট গেলে বহরাম তাহাকে মন্দজ পণ্ডিতের নিকট (সে বহরামের শিক্ষা গুরু এবং উকিলছিল) তাহার নিকট পাঠাইলেন। সে পত্র জ্ঞাত হইয়া জওয়ানুইকে কহিল বহরাম পাণ্ডিত্য বিজ্ঞ ও সত বিবেচক এবং মহা বলবান থাকিতে, খোছরোকে কেন তোমরা তক্তে বসাইলে যদি তোমরা বহরামকে বাদসাহ স্বিকার না কর তবে আমরা অতি সিঘ্র যুদ্ধ করিব জওয়ানুই কহিল তোমরা মৃগয়ার ছলে সসৈন্যে বহরামকে লইয়া ইরানে গমন কর। সেই স্থানে সকল সরদারকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিয়া বহরামকে তক্তে বসান যাইবে এই যুক্তি স্থির করিয়া জওয়ানুই বিদায় হইল। মন্দজ ত্রিশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বহরামকে সঙ্গে লইয়া মৃগয়ারছলে ইরানে যাত্রা করিল, যখন বহরাম ইরানের সন্নিকট চেহরম নগরে পৌঁছিয়া শিবির

স্থাপিতকারিল ইরানের সরদারেরা জওয়ানুই মুখে শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া সৈন্য লইয়া মাঠে আইল তখন বহরাম মন্দজকে কহিল এখন যুদ্ধ করা কি সরদার দিগকে ডাকিয়া তাহার দিগের অভিপ্রায় জানা কর্ত্তব্য? মন্দজ কহিল তাহারদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে যেমত কহিবে সেইমত কর্ম্ম করিব বহরাম এক জন বিজ্ঞব্যক্তিকে ইরানের সরদারদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন, পরদিবস প্রাতে সমস্ত সরদার একত্র হইয়া বহরামের নিকট আইল বহরাম তক্তে বসিয়া সরদার দিগের আসিতে আজ্ঞা দিলেন; তাহারা গিয়া রিত মত ছেলাম করিয়া দণ্ডায় মান হইল তখন বহরাম তাহাদিগকে সমাদরপূর্ব্বক বসা ইয়া কহিলেন ওহে পণ্ডিতেরা আমার পৈত্রিক ইরানের বাদ সাহি আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে কেন স্থাপিত করিলে? তাহারা কহিল আমরা আপনাকে বাদসাহ করি এমত বাসনা নয় কারণ তোমার পিতা অতিদুরাত্মা হইয়া অনেক দৌরাত্ম্য করিয়া ছিলেন তুমি তাহারি সন্তান এই নিমিত্ত্য অন্যকে বাদশাহ করিয়াছি, তোমারপিতা অকৃত অপরাধে কাহার হস্ত কাহার পদ কাহার নাসা কাহার কর্ণ কাহার প্রাণ দণ্ড করিয়াছেন, কাহার বাড়ি ঘর ভাঙ্গিয়া দেশ হইতে দুরকরিয়াছেন। বহরাম শুনিয়া পিতাকে অনেক নিন্দা করিয়া কহিল আমি তোমাদিগের মত ভিন্ন কোন কর্ম্ম করিবনা; আর এক গৃহে তক্ত ও তাহার উপর তাজ রাখিয়া সেই গৃহে দুইটা ব্যাঘ্রছাড়িয়া দেহ, পরে খোছরো আর আমি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যে তাজ লইতে পারিবেক

সেই বাদসাহ্ হইবেক এই নিয়ম কর, সরদারেরা এতৎ শ্রবণে কহিলেন যে আমরা ধর্ম্মত সত্য করিয়া খোছরুকে বাদসাহ্ করিয়াছি এখন তাহার ব্যেতিক্রম কি প্রকারে করিব, কিন্তু আপনকার বাক্য দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে আপনি বিজ্ঞ আপনাকে এখন বাদসাহ করিতে মানস হয়, এই ব্যাঘ্রের যে কথা আপনি প্রস্তাব করিলেন এই উপলক্ষ করিয়া খোছরোকে কহিয়া যাহা হয় কল্য আসিয়া কহিব। এই কহিয়া তাহারা বিদায় হইয়া ব্যাঘ্রের কথা খোছরোকে কহিলে সে কহিল বহরাম যদি ব্যাঘ্রের মধ্য হইতে তাজ লইতে পারে তবেতাহাকেই বাদসাহি করা উচিত, আমি গৃহে বসিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিব। পরদিবস তাহারা এই কথা বহরামের নিকটগিয়া জানাইলেন বহরাম দুইটা বৃহদব্যাঘ্র লোক দ্বারা আনাইয়া এক গৃহে তক্তের উপর তাজ রাখিয়া সেই গৃহে দুইটা ব্যাঘ্রকে ছাড়িয়া দ্বার বন্ধ করত সরদারদিগে কহিল এই গৃহ মধ্যে তাজ তক্ত ও ব্যাঘ্র রহিল এখন কি কর্ত্তব্য? সরদারেরা কহিল খোছরো এবং আপনি দুইজন উপস্থিত আছেন দুইজনার মধ্যে যে ব্যাক্তি ব্যাঘ্র মধ্য হইতে তাজ আনিয়া মস্তকে দিবেন তিনি ইরানের বাদসাহ হইবেন, ইহা শুনিয়া আর সেই দুই ব্যাঘ্র দেখিয়া খোছরো কহিল আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর বাদসাহির প্রার্থিত ছিলাম না তোমরা আমাকে আনিয়া বাদসাহ করিয়াছ, বহরাম যুবা এবং তাহারিপৈত্রিক এ বাদসাহি তিনি তাজ লইলে আমি তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হইব। বহরাম ইহা শুনিয়া কহিল এ কথা যুর্থাত্ত আর

ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করা আমার কর্ম বটে ইহা কহিয়া এক গদা হস্তে লইয়া উঠিল, তখন সরদারেরা কহিলেন হে বাহ্‌রাম শাহ, তাজ তক্তের প্রত্যাশায় ব্যাঘ্রের মুখে জাওয়া কর্তব্য নহে আমরা এ কর্ম করিতে কহি নাই যদি দৈবে কোন ব্যাঘাত হয় তবে তাহাতে আমার দিগের কোন অপরাধ নাই

বহরাম কহিল শুন ওহে বিজ্ঞগণ।
ইহাতে কাহার দোষ নাহি কদাচন॥

বহরাম তাজ লইতে ঐ গৃহ মধ্যে প্রবেস করিলে একটা ব্যাঘ্র তাড়া করিয়া আইলে বহরাম তাহার মস্তকে এক গদা প্রহার করিল তাহাতে সে ব্যাঘ তৎক্ষণাৎ মরিল পরে আর একটা ব্যাঘ আসিয়া বহরামের উপর পড়িলে বহরাম তাহার মাথায় একগদা প্রহারকরিল তাহাতে ব্যাঘের মস্তক ভাঙ্গিয়া চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল, তখন বহরাম তক্তের উপর বসিয়া তাজ মস্তকে রাখিল, খোছরো ও সরদারেরা দেখিয়া ধন্য২ করিয়া নানাবিধ রত্ন আনিয়া যৌতুক দিয়া সকলে ঐক্য হইয়া বহরামকে ইরানের বাদসাহ করিলেন, খোছরো ঈশ্বর আরাধনা করিয়া কিছু কাল পরে স্বর্গারোহণ করিলেন

বহরাম গোর বাদসাহের বিবরণ॥

বহরাম গোর বাদসাহ হইয়া বহুবিধ দান দ্বারা জন সমাজে প্রশংসিত হইলেন, এবং বহরাম শাহ শিকার প্রিয় ছিলেন এজন্নিমিত্ত আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরছি শাহকে রাজ্যের ভারর্পণ করিয়া আপনি সর্ব্বদা মৃগয়ার্থ হইয়া ভ্রমণ করিতেন, একসময়ে আপনি বহরামসাহের উকিল হইয়া

হিন্দুস্থানের বাদসাহের নিকট গিয়া এক ব্যাঘ্র ও এক অজাগর মারিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ইরানে আসিয়া চৌষট্টি বৎসর বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র এজ্দ জোরদ বহরামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনি স্বর্গারোহণ করিলেন ॥

এজ্দ জোরদ বহরাম সাহের বিবরণ ॥

এজ্দ জোরদ বহরাম বাদসাহ হইয়া প্রজার পালন ও দান আদি সর্ব্বদা করিতেন, আঠারো বৎসর বাদসাহি করিয়া পরে অতিসয় পিড়িত হইয়া আপন পুত্র হোরমজকে বাদসাহ করিয়া সাতদিন পরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥

হোরমজ সাহের বিবরণ ॥

হোরমজ সাহ তক্তে বসিয়া একবৎসর বাদসাহি করিলেন তাহার পর তাহার জেষ্ঠ ভ্রাতা পিরোজ সাহ হয়তাল দেশের বাদসাহের নিকট জাইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহার সৈন্য লইয়া হোরমজ সাহের সঙ্গে যুদ্ধকরিয়া তাহাকে কয়েদ করিয়া পিরোজ সাহ ইরানের বাদসাহ হইয়া ক্রমে তুরানের অনেক দেশ করস্থ করিয়া লইলেন। তুরানের বাদসাহ খোস নওয়াজ সাহ ইহা শুনিয়া পিরোজসাহকে লিখিল যে তুমি তোমার পিতামহ বহরাম সাহের নিয়ম পত্র অন্যথা করিয়া তুরানের অন্তঃপাতি দেশ সকললইতেছ। পিরোজ সাহ এই পত্র পাইয়া রাগাসক্ত হইয়া আপন সৈন্য লইয়া তুরানে আক্রমন করিয়া খোসনওয়াজ সাহের সঙ্গে যুদ্ধ করি

লেন। খোসনওয়াজ অনেক যূর্দ্ধ করিয়া পিরোজ শাহকে মারিয়া ও তাহার এক পুত্র ও সরদারদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিল, তাহা শুনিয়া পিরোজ সাহের আর এক পুত্র বেলাছান সাহ অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া খোসনওয়াজ সাহের সহিত যূর্দ্ধ করিতে তুরানে যাত্রা করিলেন, খোসনওয়াজ সাহ এই সংবাদ পাইয়া আপন সেনা লইয়া বেলাছানসাহের সহিত যুদ্ধে পরাভব হইয়া বেলাছান সাহের সহিত সন্ধিকরণাথে এক পত্র লিখিলেন। বেলাছান সাহ ঐ পত্র পাইয়া লিখিল আমার যেহ লোককে তুমি বন্ধ রাখিয়াছ তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেও আর আমার পিতা যেহ দেশ লইয়াছিলেন তাহা যদি ত্যাগকর তবে আমি তোমার সহিত সন্ধি করিব। খোসনওয়াজ সাহ তাহা স্বিকার করিয়া বেলাছান সাহের সহিত সন্ধি করিলেন, বেলাছান সাহ ইরানে আসিয়া কিছুদিন বাদসাহি করিয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোবাদ সাহকে ইরানের বাদসাহ করিয়া আপনি ঈশ্বরের ভজনায় নিযুক্তথাকিয়া পরিশেষে মায়ামদ্ধদেহ ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গমন করিলেন॥

কোবাদ বাদসাহের বিবরণ॥

কোবাদ ইরানের বাদসাহ হইয়া কিছুদিন পৈত্রিক নিয়ম মত বাদসাহি করিয়া পরে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। এ নিমিত্ত্য ইরানের সকল লোক তেক্ত হইয়া সরদার দিগের সহিত ঐক্য হইয়া কোবাদ সাহকে কয়েদকরিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছরফরাজ সাহকে ইরানের বাদসাহ করিল কোবাদ সাহ কোন উপায় দ্বারা কারাগার হইতে পালাইয়া

হয়তাল দেশের বাদসাহর নিকট গমন করিল, পথিমধ্যে এক সামান্য লোকের বাটিতে উত্তির্ন্ন হইয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া কিছুকাল সেই স্থানেবাস করিল, যখন তাহার স্ত্রি গর্ব্ভবতী হইল তখন সে স্থান হইতে হয়তাল সাহর নিকট গিয়া আত্ম বিবরণ তাহাকে জানাইয়া তাহার সেনা লইয়া ইরান দেশে যর্দ্ধ করিতে গমন করিল। যে স্থানে বিবাহ করিয়া গিয়াছিল যখন সেই স্থানে আসিয়া পৌহিল তদ্দিবস কোবাদসাহর স্ত্রি এক পুত্র প্রসবহইল কোবাদসাহ তাহার নাম কেছরা রাখিল (ঐ কেছরা নওসেরওয়ান নামে খ্যাত হইবে) কোবাদ আপন স্ত্রি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ইরানে যাত্রা করিলেন, যখন ইরানের সন্নিকট আসিয়া পৌছিল তখন ইরানের সরদারেরা শুনিয়া ভীত হইয়া কোবাদ সাহর নিকট গিয়া সরণাগত হইলে কোবাদ তাহারদিগকে অভয় দান দিয়া ইরানে জাইয়া বাদসাহ হইয়া সর্ব্বদা দান ও প্রজার পালন করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার আসিবৎসর বয়ক্রম হইল আর চল্লিশ বৎসর কোবাদসাহ বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র কেছরাকে বাদসাহিতে অভিষক্ত করিয়া আপনি অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে গমন করিলেন॥

নওসেরওয়ান বাদসাহর বিবরণ॥

কেছরা অর্থাৎ নয়সেরওয়ান বাদসাহ হইয়া দীনহীন উপায় বিহীন মনুস্যকে অনেক দান করিলেন আর সর্ব্বদা

প্রজা গণেরা জাহাতে শুখে বাসকরে তাহার উপায় করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আপনার সম্মুখে এক স্থান নিরূপন করিয়া আজ্ঞা করিলেন জাহার যে নালিষ থাকে সে তাহা লিখিয়া এইস্থানে রাখিবে আমি পণ্ডিত ও মন্ত্রিদিগকে লইয়া বিচার করিয়া যথার্থবিচার করিব। আরঘোষণদ্বারা সমস্ত লোককে জানাইলেন যে যখন যে ব্যাক্তি নালিষ করিতে আসিবেক, যদি রাত্রিকালে আমি বেগমের নিকটে শয়ন করিয়া থাকি তথাপি তোমরা সেই খানে সমাচার পাঠাইবা তদভিন্ন আপন অধিকারের সমস্ত কর্ম্ম কারক দিগের নিকটে দেশে ২ লিখিয়া পাঠাইলেন যে প্রজাগণের ভূমি ভিন্ন বন পর্ব্বত পতিত ভূমি যে খানে যত আছে তাহা বাদসাহি ভাণ্ডারের ধন দ্বারা কৃষি কারকদিগকে বেতনভুক্ত রাখিয়া সেইসকল ভূমি আবাদ করিয়া তাহাতে যে সস্য উৎপন্ন হইবে তাহা গোলা গৃহপূর্ণ করিয়া রাখিয়া ভিক্ষুক ফকির দুঃখি অতিত আর যে সকল প্রজার অন্ন কষ্ট হয় এই সকল লোককে বাদসাহি গোলা হইতে অন্ন বিতরণ করিবা এই আজ্ঞা প্রচার হইলে কিয়ৎ কালের মধ্যে ইরানের রাজ্যের সমস্ত দেশে গোলা গৃহ প্রস্তুত হইয়া অনেক মনুস্য তদ্দারা প্রতিপালন হইতে লাগিল ইহাতে নওসেরওয়ান বাদসাহর শুক্ষ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল এতদ্রূপে দীর্ঘ কাল বাদসাহি করিলেন। এক দিবসকর্ম্ম কারকেরা বাদসাহকে জানাইল যে কয়ছর রোম যে রূপ নিয়মে কর দিত তাহা দেয় নাই এই কথা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তাহাকে পত্র লিখিয়া উকিল পাঠাও পরন্ত উকিল তাহার নিকট

গেলে কয়ছর রোম পত্র জ্ঞাত হইয়া রাগবশতঃ উত্তর লিখিল যে তুমি বাদসাহ আমিও বাদসাহ তবে আমি তোমাকে কি নিমিত্ত্য কর দিব ইহাতে তোমার যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা হয় তাহাতে আমি ভীত নহি; এই পত্র উকিলকে দিয়া বিদায় করিলেন। উকিল আসিয়া পত্র দিয়া যে রূপ কথপ কথন হইয়াছিল তাহা জানাইলে নওসেরওয়ান রাগান্বিত হইয়া অনেক সেনা সঙ্গে করিয়া রোম দেশে যাত্রা করিলেন, পথি মধ্যে রোমের অন্তঃপাতি এক নগর ও দুর্গ ছিল তথাকার অধিপতি নওসেরওয়ানের সহিত যুদ্ধ করিল, নওসেরওয়া তাহারদিগকে পরাভব করিয়া সে স্থান অধিকার করত তথা কার সরদারকে কারাকুটিরে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন কয়েক দিবস পরে আস্রাযেসেরোম নামে রোমের অন্তঃপাতি আর এক নগর ও দুর্গ ছিল তথায় রোমের বাদসা হর ভাণ্ডারছিল তথায় ধন রত্নাদি থাকিত সেইস্থানে পৌছি লে তথাকার অধিকারি যুদ্ধ করিল, নওসেরওয়ান তাহার দিগকে পরাজয় করিয়া সেস্থান করস্থ করত সরদারকে কয়েদ করিয়া তথা হইতে রোমে শুভাগমন করিলেন। কথক গুলিন লোক তথা হইতে পলায়ন করিয়া কয়ছর রোমকে এই সমাচার কহিল সে শ্রুত মাত্রেই সসৈন্যে নওসেরওয়ার সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া তিন দিবস যুদ্ধ করিয়া চতুর্থ দিবস মদিনা নামে এক নগর ও দুর্গ ছিল পলাইয়া সেইস্থানের দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করত দ্বার বন্দ করিল; নওসেরওয়া সেই দুর্গ বেষ্টন করিবার মন্ত্রনা করিলেন, কয়ছর রোম তাহা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া পূর্ব্ব নিষ্ক্ত কর দিয়া সন্ধি করিল

নওসেরওয়া ইরানে আসিয়া সুখেরাজ্য করিতে লাগিলেন।

বুজরচেমেহর নওসেরওয়াঁর উজিরহওনের বিবরণ

একদা নওসে রওয়া বাদসাহ রাত্রিকালে সপ্ন দেখিলেন যে তাহার তক্তের সম্মুখে একটি বৃক্ষ জন্মিয়াছে সেই বৃক্ষের নিম্নে এক শুকর বসিয়া রহিয়াছে, প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন সভাস্থ পণ্ডিত ও গণক দিগকে ঐ সপ্ন বিবরণ কহিয়া তাহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ইহার শুভা শুভ কিছুই কহিতে পারিলেন না, পরে একজন সভাসতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া বিদায়করিলেন আরকহিলেন তুমি স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত গণকে এই সপ্ন বিবরণ জানাইলে যে ইহার ফলাফল কহিতে পারিবেক তাহাকে আমার নিকটআনিবা; সেব্যক্তি অনেকস্থানে ভ্রমণকরিয়া একস্থানে বুজরচেমেহর নামে একজন পণ্ডিত গণকের সহিত সাক্ষ্যাত হইলে তাহাকে বাদসাহের সপ্নের ফলাফল জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল এ সপ্নর বিবরণ বাদসাহ ব্যতীত অন্যের সাক্ষ্যাৎ কহিতে পারিবনা এতৎ শ্রবণে তাহাকে বাদসাহের নিকট আনয়ন করিলে বাদসাহ সপ্নবিবরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল এ সপ্ন বিবরণ বিরলে কহিব। বাদসাহ তৎখনাত্ত সভাস্থ সকলকে সভা হইতে বিদায় করিলেন, তখন বুজরচেমেহর কহিল আপনার সত্তরজন বেগমের মধ্যে এক জন পুরুষ আছে, এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বেগমদিগকে আনাইয়া বুজরচেমেহরকে কহিলেন ইহারদিগের মধ্যে কাহাকেও পুরুষের লক্ষণ বোধ হয়না তুমিমিথ্যা কহিতেছ;

বুজরচমেহের কহিল আপনি ইহাদিগকে বিবস্ত্রা করিয়া দেখিলে সত্য জানিবেন, বাদসাহ উঠিয়া বেগমদিগকে একে একে বিবস্ত্রা করিতে করিতে একজনপুরুষ তাহার মধ্যে ছিল প্রকাস হইল, তখন সেই পরুষ যে বেগমের সহিত আসিয়া ছিল তাহাকেও সেই বেগমকে মৃত্তিকা খনন করিয়া পুতিতে আজ্ঞা করিলেন; পরে বুজরচেমেহরকে অনেক প্রকার পরিক্ষা করিয়া উজির পদে নিযুক্ত করিলেন, কিছুদিন পরে খাকান চিন চিন দেশের বাদসাহ হেরতালের বাদসাহর সহিত যুদ্ধ করিল তাহাতে হেয়তালের বাদসাহ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া নওসেরওয়ার সরনাগত হইলে নওসেরওয়া বহুবিধ সৈন্যসঙ্গে লইয়া হেরতালের বাদসাহর সহায় হইয়া খাকান চিনের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন, খাকান চিন তাহা শুনিয়া যুদ্ধে আসিয়া নওসেরওয়ার অনেক সেনা দেখিয়া আপনার অল্প সেনা প্রযুক্ত ভিত হইয়া উকিল পাঠাইয়া সন্ধি করিয়া আপনার কন্যাকে নওসেরওয়ার সহিত বিবাহ দিলেন, নওসেরওয়া ঐ বাদসাহ দিগের উভয়ে বন্ধুত্ব করিয়া আপনি ইরানে আসিয়া বাদসাহি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে হিন্দুস্থানের রায় বাদসাহ সতরঞ্চ ক্রিডার একজন ক্রীড়ক সহিত এক পণ্ডিতের সঙ্গে পত্র লিখিয়া নওসেরওয়ার নিকট পাঠাইল, সতরঞ্চ খেলা পাঠাইতেছি যদি আপনকার সভাস্থ পণ্ডিতরা আমার পণ্ডিতকে এই ক্রীড়ায় পরাভব করিতে পারে তবে আমি যেমত কর দিয়া থাকি তাহা দিব নতুবা আর করের বিষয় উল্লেখ করিবেনন। নওসেরওয়া এইপত্র ও সতরঞ্চ ক্রীড়ক

পণ্ডিতের নিকট প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন যে আমার দেশে এতং ক্রীড়া প্রকাশ নাহি এবং কেহ জাত নহে তুমি একবার তোমার সমভিব্যাহারি লোকের সহিত ক্রীড়া কর আমার পণ্ডিতেরা তাহা দেখিয়া তোমার সহিত খেলিবেক ইহা শুনিয়া সে সেইমত করিল, পরে বুজরচেমেহর ঐ পণ্ডিতের সহিত সতরঞ্চ খেলিয়া তাহাকে পরাস্ত করিল, তখন নওসেরওয়া বুজরচেমেহরকে দুই সহস্র উষ্ট্রের পৃষ্ঠে নানা বিধ রত্ন দিয়া হিন্দুস্থানে রায় বাদসাহের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে আমার পণ্ডিত তোমার পণ্ডিত দিগের সহিত সতরঞ্চ ক্রিড়া করিতে জাইতেছে যদি আমার পণ্ডিত পরাভব হয় তবে দুইসহস্র উষ্ট্রের বোঝা রত্ন তোমাকে দিয়া আসিবেক; আর কখন তোমার নিকটে কর গ্রহণ করিবনা কিন্তু তোমার পণ্ডিতেরা পরাভব হইলে নিয়মিত কর এই পণ্ডিতের সঙ্গে পাঠাইবা। বুজরচেমেহর হিন্দুস্থানে পৌছিলে তাহাকে অগ্রসার লোক পাঠাইয়া সমাদর করিয়া বাসা দিয়া রাখিলেন, অংপরে ক্রমাগত একমাস বুজরচেমেহরেরসহিত হিন্দুস্থানের পণ্ডিত দিগের সতরঞ্চ ক্রীড়া হইবায় সকলেই তাহার নিকটে পরাস্ত হইলেন, হিন্দুস্থানের রায় বাদসাহ একসহস্র উষ্ট্রের বোঝা রত্ন ও নানা দ্রিব্য উপঢৌকন ও নিয়মিত কর বুজরচেমেহরের নিকট দিলেন, বুজরচেমেহর রায় বাদসাহকে কহিল সতরঞ্চ ক্রীড়ার আদি শুত্র কোথা হইতে হইল; এবং কে প্রকাশ করিল তাহা আমি জানিতে বাঞ্ছা করি? রায়, বাদসাহের সভায় সাহুই নামে একজন বৃদ্ধছিল সে খেলার আদিবিবরণ যেমত কহিল তাহা শুন

শতরঞ্চ ক্রিডার সৃষ্টি ॥

রায় বাদসাহর সভাসত সাছই নামক সে কহিল পূর্ব্বে কোন সময়ে হিন্দুস্থান দেশে জমহুর নামক এক বাদসাহ ছিলেন তৎ সময়ে তিনি অতি প্রধান রূপে খ্যাত ছিলেনঃ অন্য বাদসাহারা তাঁহাকে কর দিতেন তাহার রাজধানী ছন্দলি নগরে ছিল তাহার এক পুত্র হইল তাহার নাম গো রাখিলেন যখন ঐ পুত্রের বয়ক্রম দুইবৎসর তখন উক্ত বাদসাহর মৃত্যু হইল উজির আমির ও সরদারেরা পরামর্স করিয়া ঐ বাদসাহর কনিষ্ট ভ্রাতা সায়কে বাদসাহ করিল, সায় তাহার ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহকরিলেন, তাহার দ্বারা ঐ বেগমের এক পুত্র হয় তাহারনাম তলখন্দ রাখিলেন ঐ বালক দুইবৎসর হইলে সায় বাদসাহর মৃত্যু হইল তখন আমির উজির প্রভৃতি সকলে যুক্তি যুক্ত করিয়া ঐ বেগমকে তক্তে অভিষিক্ত করিল, আর ঐ দুই বালককে নানাবিদ্যা সিক্ষ্যা করাইতে আরম্ভ করিল যখন গো আর তলখন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবংআপনং বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উভয়ে আপন মাতাকে কহিল আমি বাদসাহ হইব? তাহারদের মাতা উভয়কে সান্ত করিত। দৈবাত্ একদিবস উভয়ে বিবাদ করিয়া পর দিবস তাহাদের মাতা যে তক্তে বসিয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিত সেইখানে আর এক তক্ত স্থাপিত করিয়া দুই তক্তে দুইভাই বসিল। উজির ও আমিরেরা আসিয়া তদৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া উভয়কে অনেক প্রকার সদ্বাক্য দ্বারা প্রবোধ করিল কিন্তু তাহাতে কেহ ক্ষান্ত নাহইয়া উভয়ে সেনা

সংগ্রহ করিতে কহি। তদনন্তর উভয়ে মাঠে গিয়া গো। আপন সৈন্যের প্রতি আজ্ঞা করিল যে তোমরা কেহ তলখন্দকে আঘাত করিবানা, যদি সে তোমারদিগের সম্মুখে আইসে তখন তোমরা কহিবা হে সাহ আপনি ফিরিয়া জাও ইহা কহিয়া উভয় সেনার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রথম দিবস তলখন্দের সেনারা পরাভব হইল। পর দিবস গো। তলখন্দকে কহিয়া পাঠাইল আর যুদ্ধের আবিশ্যক নাই তুমি বাদসাহি কর আমি ঈশ্বরের ভজনা করিব, এই কথা শুনিয়া তলখন্দ রাগত হইয়া কহিল আমি কাপুরুষ নহি যে দান লইয়া বাদসাহি করিব আমি পুনরায় যুদ্ধ করিব ইহা কহিয়া পুনঃ সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলে গো। কহিয়া পাঠাইল এই নিকটস্থ যে নদী আছে উভয়ের সেনা নৌকাযোগে নদী পারে গিয়া যুদ্ধ করুক আমারা দুইজনা হস্তির উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দেখি তাহাতে উভয়েই সম্মত হইলে উভয় পক্ষের সেনা নৌকারোহণে নদীর পারে গেল, কেহ২ নৌকায় যুদ্ধ আরম্ভ করিল; কিন্তু তলখন্দের সেনারা সে দিবস ও পরাভব হইল তলখন্দ তাহা দেখিয়া লজ্জা ও ঘৃনায় হস্তির উপর আমারির মধ্যে সয়ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বেলা অবসান হইবাতে উভয় সেনা আপনং স্থানে গমন করিল। তলখন্দর সরদারের বাদসাহকে দেখিতে না পাইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর হস্তির আমারির মধ্যে তলখন্দরের মৃত্যুদশা দেখিয়া সকলে সোকাকুল হইল পরদিবস গো। তলখন্দর নিকটসমাচার জানিতে লোক পাঠাইলে সে জাইয়া মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া গোকে কহিল,

গো তলখন্দর সরদারদিগকে ডাকাইয়া যুদ্ধস্থকিত রাখিয়া তলখন্দরের মৃত্যুদেহলইয়া গোয়রদিতেবাটিতে চলিল, যখন বাটির নিকট আইল তাহারদের মাতা অট্টালিকা হইতে দেখিল যে একজন আসিতেছে তদ্দৃষ্টে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল যখন গো বাটিতে আইল তখন তলখন্দম'রয়াছে শুনিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত করিয়া তন্মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিতে গেলে গো এতৎ সংবাদ প্রাপ্তে আপন মাতার নিকট গিয়া অনেক প্রবোধ করিয়া কহিল যে তল-খন্দকে কেহ আঘাত করেনাই সে লজ্জাবসতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আপনি একথা সমস্ত প্রধানদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হউন আর যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমি আপনকাকে চিত্রপঠ করিয়া দেখাইব, পরেচিত্র কর আনাইয়া একমাঠের মধ্যে রণস্থল তাহার দুইদিগে দুই বাদ সাহ দুই উজির আর একে২ পক্ষে দুইহস্তি দুই ঘোটক দুই নৌকা আটজন পদাতিক চিত্রপট লিখিয়া তাহার নিচে যে রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল সেই বিবরণ লিখিয়া আপন মাতাকে দেখাইল। সে যতদিন বর্ত্তমানছিল এই চিত্র পটের নাম সতরঞ্চ রাখিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তাহার আলোচনা পূর্ব্বক কাল যাপন করিল ॥

বুজরচেমেহর সাহেবের নিকট সতরঞ্চের আদি শুত্র জ্ঞাত হইয়া পরে হিন্দুস্থানের রায়বাদসাহর স্থানে বিদায় হইয়া ইরানে আইল পরে বরজু নামে এক জন নওসেরওয়ার সভাসত হিন্দুস্থানে কোন কর্ম্ম

উপলক্ষে গমন করিয়া ছিল তথায় বাদসাহের বিশ্রা লয় হইতে কলেলা দমনা নামে দুই শৃগাল কর্ত্তৃক এক উত্তম উপাক্ষণ আনিয়া বাদসাহকে দিল ॥

বুজরচেমেহর কারাবন্ধ

ঐকদিবস নওসেরওয়া বাদসাহ শীকার করিতে গিয়া এক শীকরের পশ্চাৎ২ ঘোটকারোহণে ধাবমান হইয়া আপন সৈন্য হইতে অনেক দূর গেলেন কেবল বুজরচেমেহর সঙ্গে রহিল আর কেহ পৌছিতে পারিলনা; দুইপ্রহরের সময় রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষ তলে বুজর চেমেহরের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা গেলেন, বাদসা হর বাহুতে এক বহু মূল্য রত্নের বাজু মুক্তার সহিত গুম্ফিত ছিল নিদ্রাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তণ করিতে ছিন্ন হইয়া ভূমে পতিত হইলে বাদসাহ জাগৃত হইবেন এই আসঙ্কা প্রযুক্ত বুজরচেমেহর তাহা তুলিতে পারিলনা । ইতোমধ্যে এক কৃষ্ণ বর্ণ পক্ষ ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আসিয়া ঐ বাজু ও মুক্তাগ্রাস করিয়া শূন্য মার্গে অদরসন হইল, বুজরচেমেহর তাহা দেখিয়া আপনার কুগ্রহ বিচার করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকিল ক্ষণেককাল পরে বাদসাহের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আপন বাজু নাদেখিয়া কহিলেন ওরে কুক্কুর কি কুকর্ম্ম করিয়াছিস, বুজরচেমেহর পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছিল যে তাহার কুগ্রহ ঘটি য়াছে এই হেতু কোন উত্তর না করিয়া নিরব থাকিল; এমত সময়ে আর২ লোক সকল আসিয়া পৌছিল বাদসাহ তখন ঘোটকারোহি হইয়া বাটিতে আসিয়া বুজরচেমেহরকে কারা

গারে বর্দ্ধকরিলেন কিছুদিন পরে করছররোম একদূত দ্বারা নানাপ্রকার উপঢৌকনীয়দ্রব্য, আর একস্বর্ণময় কৌটা চাবি বর্দ্ধকরিয়া বিউকিলের জিম্মাকরিয়া খুলিতেবারণ করিয়া উকিলকে দিয়া কহিলেন বাদসাহকে এই কৌটা দিয়া কহিবা ইহার মধ্যে কি বস্তু আছে তাহা তোমার সভার পণ্ডিত ও গণকেরা যদি কহিতে পারেন তবে আমার বাদসাহ যে রূপ কর দিতেছেন তাহা দিবেন নচেৎ আপনি আর কর চাহিবেননা। দূত আসিয়া উপঢৌকনীয় ও পত্র দিয়া সেই স্বর্ণময় কৌটা সমুখে রাখিয়া উক্তমত কহিল বাদসাহ ঐ উকিলকে সমাদর করিয়া বাসা দিলেন। তৎ পরদিবস সভায় বসিয়া পণ্ডিত ও গণক দিগকে কহিলেন যে করছররোম অনেক প্রকার দ্রব্য ও স্বর্ণময় এই কৌটা চাবি বর্দ্ধ করিয়া উকিল দ্বারা পাঠাইয়াছে ইহার মধ্যে কি বস্তু আছে তাহা বলিতে পারিলে যেমত কর দিয়া থাকে তাহাই দিবেক নতুবা আর কর দিবেনা; অতএব তোমরা গণনা করিয়া ইহার মধ্যে যাহা আছে তাহা বল? পণ্ডিত ও গণকেরা অনেকগণনা করিলেন কিন্তু কিছুই স্থিরকরিতে পারিলেননা। তখন বাদসাহ বুজরচেমেহরকে কারাগারহইতে মুক্ত করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন; কারাগারের অধ্যক্ষ বুজরচেমেহরকে বাদসাহের নিকট আনিত করিলে বাদসাহ তাহাকে পুনরায় উজিরী কর্ম্মে অভিষেক করিয়া করছর রোমের প্রস্তর কথা কহিলেন, বুজরচেমেহর কহিল অনেক দিন কারাগারে বর্দ্ধ থাকায় বুদ্ধির কিছু মালিন্য জন্মিয়াছে দণ্ডেক দুইদণ্ড পথমধ্যে ভ্রমণ করিয়া আইলে ইহার মধ্যে যাহা

আছে তাহা কহিতে পারি; বাদসাহ তাহাকে দুইরও কাল ভ্রমণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, বুজরচেমেহর সভা হইতে উঠিয়া কথকদুর জাইতেছেন এতৎ সময়ে এক পরমা শুন্দরি যুবতী এক গলির মধ্যে হইতে বাহির হইয়া রাজবত্মে আইলে বুজরচেমেহর তাহাকে কহিলেন ॥

শুনহ রূপসি ধনী আমার বারতা ।
বিবাহ হইয়াছে কিনা বল এই কথা ॥
সে কহিল বিবাহ হইয়েছে বহু দিন ।
গর্ব্ভবতী হইয়াছি আমি অল্পদিন দিন

ইহা শুনিয়া বুজরচেমেহর সেথান হইতে কথক দুর গিয়া আর এক যুবতীর সহিত পথ মধ্যে সাক্ষাত হইল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন?

শুন২ রূপবতী আমার বচন ।
পতি পুত্র ছাড়ি কোথা করেছে গমন ।
সে কহিল শুন ২ ওহে মহাশয় ।
পতি ঘরে আছে কিন্তু পুত্র নাহি হয় ॥

তাহা শুনিয়া সেস্থান হইতে আবার কথক দুর গমনকরিলে আর এক বাটির দ্বার মোচন করিয়া এক যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহাকে দেখিয়া কহিলেন?

শুন ওগো কুলবতী প্রশ্ন এক করি ।
বিবাহ হইয়াছে কিম্বা আছহ কুমারি ॥
সে কহিল অদ্যাবধি আছি হে কুমারি ।
বিবাহ করিতে বাঞ্ছা নাহিক আমারি ॥

এই কথা শুনিয়া আর কথক দুর গেলেন কাহারও সহিত

সাক্ষ্যাত হইলনা; তখন পুনরাবৃত্তি হইয়া বাদসাহের সভায় আসিয়া কহিলেন যে এই স্বর্ণময় কৌটার মধ্যে তিনটি অতি সুন্দর মুক্তা বস্ত্রদ্বারা বেষ্টিত আছে; তাহার একটি ছিদ্র করা আর একটি অর্দ্ধ ছিদ্র করা এবং একটি ছিদ্র হয় নাই। বুজরচেমেহর এই কথা কহিলে বাদসাহ রোমের উকিলকে কহিলেন যে পণ্ডিত যাহা কহিল তাহা শুনিলে এইক্ষণে কৌটার চাবি খোল কি আছে সকলে দেখুক তখন উকিল চাবি খুলিয়া অতি সুন্দর রেসমি বস্ত্রের পুটলি তিনটি বাহির করিল ঐ পুটলি খুলিলে তিনটি মুক্তা উক্ত মতছিল সকলে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেনবাদসাহ বুজরচেমেহরকে কারাগারে বদ্ধ হেতু লজ্জাবশতঃ খেদ করিয়া পরে অনেক পুরস্কার ও প্রশংসা করিলেন, তখন বুজরচেমেহর কহিল বাদসাহের হস্তের রত্নময় বাজ একরুষ্ণ বর্ণ পক্ষ লইয়া জায় তাহা যে আমি চুরি করিয়াছি এই সন্দেহ প্রযুক্ত আমাকে কারাগারে রাখিয়াছিলেন তখনআমিকোনকথা কহিনাই তাহারকারণ এই যে তৎকালে আমার অতি গুহ্‌বৈগল্য হইয়াছিল। কিছুদিন পরে কয়ছর রোমের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া এক উকিল দ্বারা কয়ছর রোমের পুত্রকে কহিয়া পাঠাইলেন, তোমার পিতা যেরূপ কর দিত তুমিও সেই নিরূপিত কর দিয়া সুখে রাজ্য ভোগ কর আমি তোমার সহায় থাকিব। উকিল তথায় পৌছিয়া এই কথা কহিলে কয়ছর রোমের পুত্র রাগাসক্ত হইয়া কহিল আমি তোমার বাদসাহকে কিনিমিত্ত কর দিব আমি কি দুর্ব্বল যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা থাকে আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত

আছি, ইহা কহিয়া অতি তাছল্য রূপে উকিলকে বিদায় করিল। উকিল আসিয়া কয়ছর রোমের পুত্রের প্রকিতি ও স্বভাব ও বেবহার যেমত করিয়াছিল তাহা কহিলে নওসে রওয়া রাগান্বিত হইয়া সসৈন্য রোমদেশে যাত্রা করিলেন। যখন রোমের নিকট পৌঁছিলেন খরচের নিমিত্তে যে ধন সঙ্গে ছিল তাহা সমুদয় ব্যয় হইল, বাদসাহ তাহা শুনিয়া বুজরচেমেহরকে আজ্ঞাকরিলেন যে একজন মনুষ্যকে ইরানে ধন আনয়নার্থে সিঘ্র প্রেরণ কর; সে কহিল রোম দেশে অনেক ধনবান মহাজন লোক আছে কাহার স্থানে কর্জ্জ লইব ইহা কহিয়া একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে রোমের মহাজন দিগের নিকট পাঠাইল; সে তাহার দিগের নিকটে এই কথা জানাইলে তাহারা কহিল আমারদিগের এত ধন নাই যে বাদসাহের খর্চ্চের ব্যয় সম্পন্ন হয় এতন্নগরে বাসকরে একজন চর্ম্মকার তাহার অনেক ধন আছে তাহাকে কহিলে অনায়াসে দিতে পারিবেক সেইব্যক্তি তাহার নিকটে জ্ঞাপন করিলে সেই চর্ম্মকার তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া চলিশ উষ্ট্র বোঝাই করিয়া ধন দিয়া তাহাকে কহিল আমার মানস এই যে আমার একটি পুত্রকে লেখা পড়া সুন্দর রূপ শিক্ষা করাইয়াছি যদি অনুগ্রহ করিয়া বাদসাহের সরকারে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন তবে আমা প্রতি অতি কৃপা প্রকাশ হয় আপনি বাদসাহকে জ্ঞাপন করিলে যেমত আজ্ঞা করেন আমাকে কহিয়া পাঠাইবেন। সে ব্যক্তি ধন লইয়া আসিয়া চর্ম্মকারের অভিলাষ বাদসাহকে জানাইলে বাদসাহ শুনিয়া কহিলেন চর্ম্মকার বাদসাহের নিকট মন্ত্রিকিম্বা কথা বক্তা

হইলে আর২ প্রধান লোকেরা কি কর্ম্ম করিবেক জানি। তাহার এই কথা শুনিয়া ধন যেজন লইয়াছে তাহা হউক এ টাকা এখান হইতে এখনি লইয়া তাহাকে দেও। আমি কর্ম্মকারের ধন লইবনা, সে ক্ষণাত ঐ ধন লইয়া কর্ম্মকারিকে ফিরাইয়াদিল। সেই দিবস কয়জর রোমের পত্র নওসেরওয়ার সসৈন্যে আসিবার সংবাদ পাইয়াও অনেক লোক শুনিয়া ভিত হইয়া যে কর রাখিছিল তাহা পত্র লিখিয়া উকিল দ্বারা পাঠাইয়া বাদসাহের সহিত প্রণয় করিল। বাদসাহ তাহাকে ডাকাইয়া অনেক আদর করিয়া আপন দেশে আইলেন, যখন নওসেরওয়ার ৭৪ বৎসর বয়ক্রম হইল তখন উজির ও আমির ও পণ্ডিত দিগকে কহিলেন যে আমার ছয় পুত্র তাহার জেষ্ঠ হোরমজ তাহাকে বাদসাহের উপযুক্ত বোধ হইতেছে অতএব তোমরা তাহাকে পরিক্ষা করিয়া আমাকে কহ? তাহারা সকলে নানা প্রকার পরিক্ষা করিয়া কহিলেন হোরমজ বাদসাহের উপযুক্ত বটেন; তাহার পর নওসেরওয়া হোরমজকে যুব রাজ্যে অভিষেক করিয়া এক বৎসরের পর তাহার আটচল্লিশ বৎসর বাদসাহির পরে অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে গমন করিলেন॥

হোরমজ বাদসাহের বিবরণ॥

হোরমজ সাহ বাদসাহ হইয়া কিছুকাল পৈতৃক নিয়ম মত বাদসাহি কর্ম্ম নিস্পন্ন করিয়া পরে অতিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন, বিশেষতঃ তাহার পিতার উজির ও আমির

সনের কাহার মস্তক ছেদন; কাহাকে বিশ ভক্ষণ, কাহাকে ও কারাগারে বর্দ্ধ, কাহাকে দেশ হইতে দুরী করণ করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ এজদকসছপ নামক একজন সরদারকে কারাগারে বর্দ্ধ করিলেন; সেকারাগারেরুর্দ্ধ হইয়া জরদহস্ত নামক এক উজির ছিল তাহাকে কহিয়া পাঠাইল যে আমি কারাগারে বিনা অপরাধে অতিশয় কষ্ট পাইতেছি এবং অন্নবস্ত্র রহিত হইয়াছি; তুমি হোরমরজকে কহিয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত কর। জরদহস্ত ইহা শ্রতমাত্রে তৎক্ষণাত্ত এজদকসছপকে দেখিতে গেল কারাগারের রক্ষকেরা উজিরকে যাইতে বারণ করিতে পারিলনা, জরদহস্ত তাহার সহিত সাক্ষ্যাত করিয়া আপন বাটীতে গিয়া এজদকসছপের নিমিত্ত্য খাদ্য দ্রব্য পাঠাইল, কারাগারের রক্ষকেরা হোরমজকে কহিল যে জরদহস্ত উজির এজদকসছপকে দেখিতে গিয়া তাহার ভক্ষণার্থে বাটি হইতে অন্ন ব্যঞ্জন পাঠাইয়াছে এই কথা শুনিয়া এজদকসছপের মস্তক ছেদনকরিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহারা সেইমত করিল। পরদিবস জরদহস্ত উজির হোরমজের নিকট আসিয়া বাটি যাইবার নিমিত্ত্য বিদায় প্রাথনা করিলে বাদসাহ কহিলেন অদ্য একজন নূতন পাচক আসিয়াছে সে উত্তম পাক করিয়া থাকে ক্ষণেক কাল বিলম্ব করিয়া আহার করিয়া স্বস্থানে গমন কর, পরে নানা প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন আনাইয়া আপনি আহার করিয়া তৎপরে জরদহস্তকে আহার করিতে কহিলেন, সে আহার করিতে আরম্ভ করিলে এক বাটিতে বিশ মিশ্রিত করিয়া ব্যঞ্জন তাহাকে আনিয়া দিলে সে কহিল আমার ইহাতেই

পরিতোস হইয়াছে আর ব্যঞ্জনের আবিস্যক নাই, বাদসাহ ঐ ব্যঞ্জন কিঞ্চিৎ লইয়া কহিলেন ইহার আস্বাদন গ্রহণ কর এইরূপ পুনঃ পুনঃ কহিলে সেই পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া আহার করত বিদায় হইয়া বাটিতে গিয়া অতি ব্যাকুলহইয়া সয়ন করিলেন ক্ষণেক কাল পরে তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল তদন্তর ছিমাহ বরজেম নওসেরওয়ার আর এক উজির ছিল তাহাকেও বিনাস করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই প্রকার অনেক সরদার ও আমিরকে নষ্ট করিলেন, কাহারও যথা সর্ব্বস্ব লইয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। দশবৎসর এইরূপ দৌরাত্ম করিলেন; তাহার পর তোরক দেশ হইতে ছাওবা সাহ নামক একজন বাদসাহ অনেক সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতে আইলে যে কএক জন সরদার ছিল তাহার দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রয় দেশে বহরাম জোপিনা নামক একজন বলবান ছিল তাহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সেনা পতি করিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন, সে যুদ্ধে যাইয়া ছাওয়া সাহকে বিনাশ করিয়া অনেক ধন পাইল এবং তাহার সকল সেনা বহরামের অনুগত হইল, বহরাম এই জয় সংবাদ হোর মজকে লিখিয়া ঐ সকল সেনা লইয়া ছাওয়া সাহর দেশ তূরানে গিয়া তাহার পুত্র পজমুদ সাহর সঙ্গে যুদ্ধ করিল, সে যুদ্ধে অশক্ত হইয়া এক দুর্গমধ্যে গোপন হইল বহরাম সেই দুর্গের চতুর্দিগে বেষ্টন করিয়া রহিল তখন পজমুদ কাতর হইয়া বহরামের সরণাগত হইল, তাহার পর বহরাম ইরানের বাদসাহ হইতে বাঞ্ছা করিল। এখানে

ইরানের সকল লোক হোরমজের দৌরাত্ম্যেতে অস্থির হইয়া সকল প্রধানেরা ঐক্য হইয়া হোরমজকে অন্ধ করিয়া কারাগারে বদ্ধ করত তাহার পুত্র খোছরোকে বাদসাহ করিল। বহরাম হোরমজের কারাকুঠরে রুদ্ধ হওয়া সংবাদ পাইয়া ইরানে যুদ্ধ করিতে আইল; তাহা শুনিয়া খোছরো সসৈন্যে বহরামের সহিত দুই দিন যুদ্ধ করিলেন ত্রিতিয় দিবস বহরাম পলায়ন করিল। খোছরো বাদসাহি করিতে লাগিলেন, পুনরায় বহরাম অনেক সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে আইল, খোছরো যুদ্ধ করিয়া শেষে অপারক হইয়া তাহার পিতা হোরমজ সাহকে কহিলেন কোন বাদসাহর সরণাগত হওয়া কর্ত্তব্য? সে কহিল তুমি কয়ছর রোমের নিকটে জাও ইহা শুনিয়া খোছরো রোম দেশে যাত্রা করিলবহরাম ইরানের রাজধানিতে আসিয়া হোরমজকে কাটীয়া ইরানে বহরাম বাদসাহ হইল। হোরমজ বার বৎসর বাদসাহি করিয়াছিল বহরাম পরশেষে খোছরোর অনুসন্ধান অনেক করিয়া শুনিল যে খোছরো রোমদেশে গিয়াছে তাহাকে ধরিতে অনেক লোক পাঠাইল; তাহারা দেখা নাপাইয়া ফিরিয়া আইল। খোছরো কয়ছর রোমের সঙ্গে প্রণয় করত তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার সেনা লইয়া ইরানে আসিয়া বহরামের সহিত যুদ্ধ করিল; বহরাম যুদ্ধে অসক্ত হইয়া চিন দেশের বাদসাহর সরণাগত হইয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেই স্থানে বাস করিল বহরাম একবৎসর ইরানে বাদসাহি করিয়াছিল ॥

হোরমজের পুত্র খোছরো সাহর বিবরণ ॥

খোছরো সাহ বাদসাহ হইয়া অনেক দান এবং সদ্বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সকলে তুষ্ট হইল, কিছুদিন পরে কয়ছর রোমের কন্যার এক পুত্র হইল তাহার নাম সেরোয়া রাখিলেন, গণকদিগকে কহিলেন যে সেরোয়ার ভাগ্য কেমন তাহা বিচার করিয়া বল? তাহারা গ্রহদিগের বলাবল ও স্থান বিচার করিয়া কোন উত্তর করিলনা; তাহাতে খোছরো তাহাদিগকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল ইহা হইতে অনেক গোল যোগ হইবেক আর ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবেক, ইহাহইতে অধিক কহিতে পারিবনা। বাদসাহ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত খিদ্যমান হইয়া কয়েক দিবস অন্তঃপুরে থাকিলেন; উজির ও আমিরেরা অনেক কহিয়া পাঠাইলে বাহিরে আসিয়া সেরোয়ার জন্ম লগ্নের ফল যাহা গণকেরা কহিয়াছিল তাহাদিগকে কহিলেন তাহারা শুনিয়া অনেক খেদ ও মনস্তাপ করিল। কিয়ৎকাল পরে খোছরো একদিন সিকার করিতে গিয়া পথমধ্যে একসামান্য লোকের পরমসুন্দরী সিরিননাম এককন্যাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়া আপন ভৃত্যগণকে আজ্ঞা করিলেন যে ইহাকে আমারখাসমহলেঅর্থাৎঅন্তপুরেলইয়া রাখ, তাহারা তৎক্ষণাত সিরিনকে লইয়া বাদসাহর বাটিতে রাখিল, বাদসাহ সিকারান্তে আলয়ে আসিয়া সিরিনকে বিবাহ করিলেন. উজির ও আমিরেরা শুনিয়া খোছরোকে কহিল এই নগরে অনেক প্রধান লোকের সুন্দরী কন্যাআছে তাহা না, লইয়া

এক সামান্য মনুষ্যের কন্যা গ্রহণ করায় জন সমাজে নিন্দা বাদসাহ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকেপ্রধানা বেগম করিলেন। যখন সেরোয়া যুব হইল বড দৈরত্য আরম্ভ করিল এনিমিত্ত্য তাহাকে এক বাটী মধ্যে কয়েদ রাখিলেন। অতি অল্প দিবসান্তে কারাগার হইতে বাহির হইয়া একজন সরদারের সঙ্গে অক্য করিয়া খোছরোকে কয়েদ করিবার মন্ত্রনা করিল; খোছরো তাহা জ্ঞাত হইয়া বাটি হইতে আপনার উদ্যানে গিয়া থাকিলেন, সেরোয়া তাহাকে ধৃত করিয়া কয়েদ করিল। হোরমজদ নামে সেরোয়ার একজন আত্মিয় সেই সেরোয়ার আজ্ঞা মত খোছরো সাহকে বিনাশ করিল খোছরো সাহ অষ্টত্রিংশৎ বৎসর বাদসাহি করিয়া ছিলেন,

---

সেরোয়া সাহর বিবরণ॥

সেরোয়া সাহ আপন পিতা খোছরো সাহকে মারিয়া বাদসাহ হইয়া আপন বিমাতা সিরনকে কহিয়া পাঠাইলেন যে তুমি আমার নিকট আইস তোমাকে ইরানের প্রধানা বেগম করিব, সিরিন ইহা শুনিয়া ভিত্ত হইয়া কহিয়া পাঠাইল আমি একা জাইতে পারিবনা। পর দিবস সেরোয়া উদ্যানে এক সভা করিয়া সিরনকে ডাকাইয়া পাঠাইল সিরিন সেই সভা মধ্যে আইসে সে রায়া সিরিনকে কহিল আমি অন্য স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিনা তুমি আমাকে বিবাহ কর তোমাকে আমার বেগমকরিব। সিরিন অতি বুদ্ধি বত্তী ছিল, সে কহিল আমি তাহাতে সম্মত আছি কিন্তু আমার তিনমানস আছে তাহাপুর্ণহইলে বিবাহ করিব,

সেরোয়া কহিল তোমার সে তিন মানস কি তাহা প্রকাশ করিয়া আমাকে বল। সিরিন কহিল প্রথম এই খোছরো সাহ আমাকে অলঙ্কার বস্ত্র ও ধনাদি জাহা দিয়াছিল তাহা আমি সেচ্ছাধিন দান করিব তাহাতে কেহপ্রতিবাদী নাহয়? দ্বিতিয়তঃ আমার অন্তঃপরে খোছরো সাহের সর্য্যাদি জাহা আছে তাহা সমুদয় আমি দগ্ধ করিব, সেরোয়া ইহা শুনিয়া কহিল তুমি এইক্ষণেই জাইয়া আপন মনবাঞ্ছা পূর্ণ্ণ কর, সিরিন তৎক্ষণাত তথাহইতে গমন করিয়া আপন অলঙ্কার বস্ত্র ও ধনাদি যাহা ছিল তাহা আপন দাস দাসি দিগ্যে বিতরন করিল আর কথক দরিদ্র দুখি দিগের দিয়া, আপনার সয়নাগারে অগ্নি প্রদান করিল, তাহা দেখিয়া তথাকার রক্ষকেরা সেরোয়ার নিকটে আসিয়া জানইল যে সিরিন বেগম আপন মহলে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। তাহা শুনিয়া সেরোয়া তাহাদিগকে কহিল যে, সিরিনির ত্রিতিয় প্রার্থনা কি তাহা জানিয়া আইস তাহারা গিয়া সিরিনকে ঐকথা কহিলে সে কহিল খোছরো সাহের গোর খুলিয়া তাহার সরির একবার দেখিতে বাঞ্ছা করি? সেরোয়া ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাত্ গোর খুলিতে আজ্ঞা করিলেন, তখন সিরিনসেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গোরের মধ্যে খোছরোকে দেখিয়া রোদন করিতেং আপন মূখ নখাঘাতে খণ্ডং করিয়া বিষ ভক্ষণ করত খোছরোর মৃত্যু দেহের উপরে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সেরোয়া ইহা শুনিয়া খেদিত হইল সেরোয়া সাতমাস বাদসাহি করিলে পর তাহাকে কোন ব্যক্তি বিশ ভক্ষণ করাইয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিল।।

সেরোয়ারপুত্র আরদসিরের বিবরণ।।

আরদসির বাদসাহ হইয়া পিরোজ খোছরো নামে এক সরদার ছিল তাহাকে সেনাপতি করিলেন, কিঞ্চিৎ দিবস পরে কোরাজ নামক রোমি একজন অতি দুরাত্মা তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া নানা মত কুমন্ত্রনা দ্বারা তাহাকে ভুলাইয়া কহিল তুমি আরদসিরকে মারিতে পারিলে ইরানের বাদসাহ হইবে; পিরোজ খোছরো তাহার কুমন্ত্রনায় ভুলিয়া এক রাত্রে আরদসির বাদসাহর সভায় জাইয়া কহিল নৃত্য গীতাদি করিতে আজ্ঞা কর, তদনন্তরে দুইপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্য গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল সকলে গমন করিলেন যখন বিরল হইল তখন পিরোজখোছরো আরদসিরকে অস্ত্রাঘাতে নষ্ট করিয়া আপনি তক্তে বসিল, কিন্তু অত্যল্প দিন বাদসাহি করিলে কোরাজ এই সংবাদ কয়ছর রোমকে লিখিল সে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত রাগত হইয়া সসৈন্যে ইরানে আইল, পিরোজ খোছরো কয়ছর রোমের অনেক সেনা দেখিয়া ইরান হইতে পালায়ন করিল তখন কয়ছররোম ইরানের তক্তে বসিয়া কিছুদিন থাকিয়া বহু ধন রত্নাদি লইয়া রোমের একজন সরদার করাবিন নামক ছিল তাহাকে ইরানে বাদসাহ করিয়া আপনি রোমে প্রস্থান করিল। করাবিন ইরানে বাদসাহ হইয়া একবৎসর বাদসাহি করিলে পর ইরানের সরদারেরা ঐক্য হইয়া করাবিনের মস্তক ছেদন করিলে ইরান দেশ বাদসা হিন হইল; তখন প্রধানেরা উজিরের নিকট গিয়া জানাইলে সে কহিল কয় বংসিয় যে

কেহ থাকে তাহাকে আনিয়া বাদসাহ কর; তাহারা অনেক সন্ধান করিলেন কিন্তু কোনস্থানে উক্ত বংশীয় কাহাকে পাইলেননা শেষে শুনিলেন যে তুরাননামা এক কন্যা আছে তাহাকে আনিয়া ইরানের বাদসাহ করিলেন; সে ছয়মাস বাদসাহি করিয়া পীড়িতা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল ॥

তৎপর আরজম নামা কয় বংশী এক কন্যা চারিমাস বাদসাহি করিয়া তিনিও শমন সদনে গমন করিলেন ॥

ফরখজাদের বাদসাহি ॥

ফরখজাদ নামক কয় গোষ্টির একজন চেহরম নগরে অপস্ট রূপেছিল বিস্তর অনুসন্ধানের দ্বারা তাহাকে আ.নয়া সরদারেরা সকলে অক্য হইয়া বাদসাহ করিলেন. তিনিপ্রজা পালন ও সদ্বিচার অতি সুন্দর মত করিলেন তাহা দেখিয়া সকলেই তুষ্ট হইল। তাহার এক প্রিয় দাস ছিরাচন্ম নাম ছিল তাহার কোন অপরাধ হওয়াতে তাহাকে কয়েদ করিলেন. সে কারাগার হইতে অনেক রোদন পূর্ব্বক মিনতি জানাইলে এক সপ্তার পরে তাহাকে নক্ত করিয়া তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, সে অতি দুষ্ট বদজাত ছিল বাদসাহ কয়েদ করিয়াছিলেন সেই ক্রোধে বাদসাহকে মদ্যের সহিত বিশ মিশ্রিত করিয়াদিল বাদসাহ তাহা পানমাত্র তৎক্ষণাত্ অজ্ঞান হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ফুরখজাদ একমাস বাদসাহি করিয়াছিলেন ॥

এজদ জোরদ বাদসাহের বিবরণ ॥

ফরখজাদের মৃত্যু হইলে এজ্‌দজোরদ নামে কয় গোষ্টির নওসেরওয়ার সন্তান একজন কোনস্থানে অতি দিনভাবে ছিলেন; সরদারেরা অনুসন্ধান পাইয়াতাহাকে আনয়নপূর্ব্বক বাদসাহ করিলেন, তিনি পূর্ব্ব বাদসাহ দিগের রিতামত সর্ব্বদা প্রজা পালন ও দানকরিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সরদারেরা ও প্রজারা সকলেই তুষ্ট হইল। বহুকাল এইরূপে এজ্‌দজোরদ বাদসাহি করিলেন শেসাবাস্থায় অমর বাদসাহ ছাদবেক্কাছ নামক এক সরদারকে অনেক সেনা সঙ্গে দিয়া ইরানের বাদসাহের সহিত যুদ্ধে পাঠাইল। এজ্‌দজোরদ সাহ তাহা শুনিয়া বহুবিধ সেনা সংগ্রহ করিয়া রোস্তমনামক একজন সরদারকে সেনাপতি করিয়া সেনা সমূহ সঙ্গে দিয়া ছাদবেক্কাছের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। রোস্তম জোতিষ বিদ্যা উত্তম রূপে জানিত সে আপনি উপস্থিত যুদ্ধের বিশয় গননা করিয়া দেখিল যে যুদ্ধে মঙ্গল হইবেকনা ইহাতে চিন্তিত হইয়া আপন ভ্রাতা ফরখজাদ নামে এজ্‌দ জোরদ বাদসাহের সভাসত ছিল তাহাকে লিখিল যে আমি এই যুদ্ধের বিশয় গননা করিয়া দেখিয়াছি ইহাতে অশুভ হইবেক কিন্তু ইহা ভাবিয়া যুদ্ধে ক্ষেন্ত থাকাও কাপুরুসের কর্ম্ম আমি ছাদবেক্কাছের সহিতযুদ্ধে চলিলাম আপনি বাদসাহকে লইয়া সাবধানে থাকিবেন। পরে রোস্তম ছাদবেক্কাছের সহিত যুদ্ধে গিয়া ছাদবেক্কাছের অশ্বনষ্ট করিল ছাদবেক্কাছি ঘোটক হইতে পতিত হইয়া পলাইয়া সে দিবস

দুর্দ্ধ স্থকিত রাখিল পর দিবস যুদ্ধে আইলে রোস্তম আরোবের অনেক সরদার ও সেনা বিনাশ করিয়া পরি শেষে আরোবের এক সরদারের মস্তক ছেদন কালীন তাহার শোনিত রোস্তমের মুখে ও চক্ষে পতিত হইল তাহাতে ব্যাস্ত হইয়া যেমতমস্তক নত করিল সেইসময় আরো বের এক সরদার রোস্তমের স্কন্দে এক তলওয়ার মারিল তাহাতে রোস্তমের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমে পড়িল তাহা দেখিয়া রোস্তমের সেনারা পলায়ন করিল; তৎসময় এজদ জোরদ বাদসাহ বগদাদ নগরে ছিলেন রোস্তমের মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া সেস্থান হইতে খোরাছান দেশে আইয়া তথা কার শুবদার ইরানের এক সরদার মাহুই ছুরি নামক ছিল তাহাকে যুদ্ধে সহায় হইতে লিখিলেন; এবং তুষ্ক দেশের শুব দারকে ও এক পত্র লিখিলেন; মাহুইছুরি বাদসাহের পত্র পাইবা মাত্র আপন সেনা সঙ্গে লইয়া বাদসাহের নিকট আসিয়া অনেক দৈন্যতা ও সিষ্টচারি করিয়া কহিল আমার প্রাণ থাকিতে আপনকার অঙ্গে বায়ু প্রবেশ করিতে পারি বেকনা, তাহার দৈন্যতা ও সিষ্টচারি দেখিয়া সকলে; তাহা কে প্রসংসা করিল, পরে ফরখজাদ রোস্তমের ভ্রাতা বাদ সাহকে মাহুই ছুরির নিকট রাখিয়া সতর্কে থাকিতে কহিয়া আপনি সসৈন্যে আরব দিগের সহিত যুদ্ধে গমন করিল।

মাহুইছুরি অতিসয় খল ও বিশ্বাষ ঘাতক, যখন দেখিল বাদ সাহের সেনা গণেরা যুদ্ধে গেল কেবলবাদসাহ তাহারনিকট রহিল তখন তুরানের একবাদসাহ বেজন নামক ছমরকন্দ দেশেছিল মাহুইছুরি তাহাকে পত্র লিখিল যে ইরানের

এজদজোরদ বাদসাহ আরোব দিগের সহিত যুদ্ধে অপারক হইয়া পলায়ন করিয়া আমার নিকটে আসিয়া মরব নগরে রহিয়াছে, তুমি এই সময়ে অত্যল্প সেনা লইয়া আইলে ইরানের বাদসাহি অনায়াসে তোমার হস্তগোত হয়। বেজন মাহুই সুরির এই পত্র পাইয়া তৎক্ষণাত দস সহস্র সৈন্য লইয়া সপ্তাহের মধ্যে বোখারা দেশ হেশোর পথ দিয়া মরব নগরে আসিয়া পৌছিল, বাদসাহ মাহুই সুরিকে কখন শত্রু বোধ করে নাই; যখন বেজন সেনা সহিত নিকট উপস্থিত হইল তখন মাহুই সুরি আপনার এক দূত দ্বারা বাদসাহকে কহিয়া পাঠাইল যে আরোবের বাদসাহ অনেক সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে আপনকার যেমত অনুমতি হয়; বাদসাহ এতৎ শ্রবণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়া আপনার যে কয়েক জন সেনা ছিল তাহা লইয়া তুরানি দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন, আর মাহুই সুরিকে সেনা সহিত সঙ্গে আনিতে কহিলেন। বাদসাহ যুদ্ধস্থলে গিয়া তুরানি দিগের অনেক সেনা বিনাশ করিলেন, তুরানিরা বাদসাহের সঙ্গে যে কয়েক জন সেনা ছিল প্রায় তাহারদিগের সকলকে সংহার করিল, বাদসাহ পশ্চাৎ ভাগে চাহিয়া দেখিলেন যে তাহার সঙ্গের লোক প্রায় নাই আর মাহুই সুরি সেনা লইয়া না আসিয়া আপন শিবির মধ্যে রহিয়াছে ইহা দেখিয়া এজ্দজোরদ বাদসাহ পলায়ন করিয়া কথক দূর গিয়া অশ্ব ত্যাগ করিয়া পদব্রজে সরবর নগর এক ময়দা ওয়ালার দোকানের দ্বার বন্দ ছিল কোন ক্রমে সেই দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ রাত্রি তথায় থাকিলেন। মাহুই

হুরি বাদসাহ পালাইলে তাহাকে ধৃত করিতে লোক প্রেরণ করিল তাহারা কথক দূর গিয়া বাদসাহের ঘোটক পথিমধ্যে দেখিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া মাহুই ছুরির নিকটে আনিয়া কহিল যে বাদসাহকে দেখিতে পাইলাম না তাহারি এই ঘোটক পথ মধ্যে পাইয়া আনিয়াছি বিশেষতঃ অন্ধকার রাত্রে কোথায় সন্ধান করিব; এই কথা শুনিয়া মাহুইছুরি পুনর্ব্বার বাদসাহের অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইল। প্রাতে ময়রা ওয়ালা দোকানের দ্বার খুলিয়া দেখিল যে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বি এক পুরুষ গৃহ মধ্যে বসিয়া আছে, ময়রা ওয়ালা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল আপনি চন্দ্র কি সূর্য্য তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কহিতে আজ্ঞা হউক। বাদসাহ কহিলেন আমি একজন সেপাহি আরোব দিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয় হইয়া এস্থানে আসিয়াছি অতিশয় ক্ষুধিত আছি যদি কিছু খাদ্যদ্রব্য আমাকে দেও তবে আহার করিয়া প্রাণরক্ষা করি, ঐ দোকানি কহিল আমার গৃহে শুষ্ক রুটি আর সাক আছে; বাদসাহ কহিলেন তাহাই আমাকে দেও দোকানি সাক এবং রুটি বাদসাহের সম্মুখে রাখিয়া তাহার দোকানের নিকট এক সরোবর ছিল সেই জলাশয়ে জল আনিতে গেল; এমত সময়ে মাহুই ছুরির প্রেরিত লোক তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল একজন সরদার যুদ্ধে হারিয়া পালাইয়াছে তুই তাহাকে যাইতে দেখিয়াছিস? সে কহিল একজন অতি সুন্দর সূর্য্যের ন্যায় পুরুষ আমার দোকানে বসিয়াছে, তাহারা ঐ কথা শুনিয়া ময়রা ওয়ালাকে ধৃত করিয়া মাহুইছুরির নিকট লইয়া গেলে মাহুইছুরি

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে পূর্ব্ব মত সকল কহিল; তখন মাহুইছুরি উক্ত দোকানিকে কহিল তুই এখনি ঘরে যাইয়া তাহার মস্তক ছেদন কর নতুবা তোর মস্তক ছেদন করিব। মাহুইছুরির সরদারেরা এই কথা শুনিয়া অনেক নিষেধ করিল ও হিতউপদেশ দিল সে তাহা নাশুনিয়া কথিতব্যক্তির সমভিব্যাহারে লোক দিয়া বাদসাহকে কাটিতে পাঠাইল. ময়দা ওয়ালা আপনার প্রাণের ভয়ে গৃহে আসিয়া বাদসাহকে নষ্ট করিল। মাহুইছুরির লোক আসিয়া কহিল এজ্দ্ জোরদ বাদসাহ মরিয়াছে, সে কহিল তাহার অলঙ্কার বস্ত্রাদি লইয়া সেই মৃত্যু দেহ ঐ জলাসয়ে নিক্ষেপ কর, তাহারা সেইমত করিল; ইহা দেখিয়া সরদারেরা তাহার নিকট হইতে উঠিয়া গেল। সেই গ্রামস্থ লোকেরা বাদসাহর মৃত্যু দেহজলে ভাসিতেছে দেখিয়া জলহইতে শবউঠাইয়া গোর দিলেক মাহুইছুরি তাহা শুনিয়া আপন সেনা পাঠাইয়া সে গ্রামের অনেক লোককে নষ্ট করিল, তাহা দেখিয়া লোক সকলে ভয়ে গ্রাম হইতে পালাইল, মাহুইছুরি ইরানে আসিয়া বাদসাহ হইল, তুরানের বাদসাহ বেজন সাহ শুনিল যে মাহুইছুরি এজ্দজোরদ বাদসাহকেবিনাশ করিয়া আপনি তথায় বাদসাহ হইয়াছে। অতিসয় ক্রোধযুক্ত হইয়া আপন সেনাপতি বরছামকে ও দশসহস্র সেনা সঙ্গে লইয়াইরানে আইল, মাহুইছুরি তাহা শুনিয়া আপন সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্ত হইলে মাহুইছুরি বেজনের যুদ্ধে অসক্ত হইয়া পলায়নকরিল। বেজনের সেনাপতি বরছাম তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে ধরিয়া বেজনের

নিকট আনিল বেজন তাহার দুইহস্ত ও দুইপদ কাটিয়া উত্তপ্ত
বালুকায় ফেলিয়া টানিয়া সকল সেনার নিকট লইয়া যাই-
তে কহিল আর তাহার সঙ্গে এই ঘোষনা করিল যে আপন
প্রভুকে যে নষ্ট করে তাহার দণ্ড এই। মাহুইচুরির তিনজন
পুত্রকে ধরিয়া প্রজলিত অগ্নি কুণ্ডে একেএকে নিপেক্ষ করিল
তাহার পরে মাহুই চুরিকে সেই অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া পোড
ইয়া মারিল। তদনন্তর ইরানে আসিয়া কয় গোষ্ঠির বাদ
শাহ দিগের ঘরে অনেক অন্যাসন করিল কাহার সন্ধান
পাইলনা যে কেহছিল তাহারা ভয়ে দেশ দেশান্তর হইল
তখন বেজন আপন লোক ও সেনা লইয়া স্বদেশে প্রস্থান
করিল। আরোবেরা ইরান দেশ অধিকার করিল॥ কয়
গোষ্ঠীর বাদশাহির বিশ্রাম এই পর্য্যান্ত হইল। ফের্দৌসি
কৃত শাহনামা বাঙ্গালা তরজমা সমাপ্ত হইল॥

আজম দেশস্ত বাদসাহ দিগের নাম ও যে যত দিবস বাদসাহি করেন তাহার বিবরণ।

	বৎসর		মাস
কয়ুমরছ প্রথম বাদসাহ ত্রিশ বৎসর বাদসাহি করেন	৩০	।	০
তাহার পর তাঁহার পৌত্র হৌসঙ্গ বাদসাহ চল্লিশ বৎসর বাদসাহি করেণ	৪০	।	০
তাহার পর তাহার পুত্র তহমরছ বাদসাহ ত্রিশ বৎসর বাদসাহি করেণ	৩০	।	০
তাহার পর তাহার পুত্র জমসেদ বাদসাহ সাত সত বৎসর বাদসাহি করেণ	৭০০	।	০
তাহার পর জোহাক তাজি বাদসাহ একদিন ন্যূন হাজার বৎসর বাদসাহি করেণ	১০০০	।	০
তাহার পর ফরেদোঁ বাদসাহ পাঁচ সত বৎসর বাদসাহি করেণ	৫০০	।	০
তাহার পর মনুচেহর বাদসাহ একসত বিশ বৎসর বাদসাহি করেণ	১২০	।	০
তাহার পর তাহার পুত্র নৌদর বাদসাহ সাত বৎসর বাদসাহি করেণ	৭	।	০
তাহার পর জু বাদসাহ পাঁচ বৎসর বাদসাহি করেণ	৫	।	০
তাহার পর কয় কোবাদ বাদসাহ একসত বৎসর বাদসাহি করেণ	১০০	।	০

বৎসর মাস

তাহার পর তাহার পুত্র কয়কাউছ বাদসাহ একসত্ত
পঞ্চাস বৎসর বাদসাহি করেণ ১৫০ । ০

তাহার পর তাহার পৌত্র কয়খোছরো বাদসাহ
সাইট বৎশর বাদসাহি করেণ ৬০ । ০

তাহার পর লহরাস্প বাদসাহ বাদসাহি করেণ তাহার পর
তাহার পুত্র গোস্তাস্প বাদসাহ একশত বিসবৎসর
বাদসাহি করেণ ১২০ । ০

তাহার পর তাহার পৌত্র বহমন বাদসাহ শাইট
বৎসর বাদসাহি করেণ ৬০ । ০

তাহার পর তাহার কন্যা হোমা বত্রিস বৎসর
বাদসাহি করেণ ৩২ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র দারা বাদসাহ বার
বৎসর বাদসাহি করেণ ১২ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র দারা বাদসাহ চদ্দবৎসর
বাদসাহি করেণ ১৪ । ০

তাহার পর ছেকন্দর বাদসাহ চত্তদ্দস বতসর
বাদসাহি করেণ ১৪ । ০

তাহার পর ছেকন্দরের স্থাপিত মলুক তওয়া
য়েফের বংশ দুইশত বত্সর বাদসাহি করেণ ২০০ । ০

তাহার পর আরদসির বাদসাহ চল্লিষ বত্সর
বাদসাহি করেণ ৪০ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র সাহপুর বাদসাহ চল্লিষ
বত্সর বাদসাহি করেণ ৪০ । ০

বৎসর মাস

তাহার পর তাহার পুত্র ওজমোরদ বাদসাহ ত্রিশ
বৎসর বাদসাহি করেণ ৩০ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র বহরাম বাদসাহ আট
বৎসর বাদসাহি করেণ ৮ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র বহরাম বেন বহরাম বাদসাহ
উনিশ বৎসর বাদসাহি করেণ ১৯ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র বহরামিয়ান বাদসাহ চারি
বৎসর বাদসাহি করেন ৪ । ০

তাহার পর তাহার ভ্রাতা নরসি বাদসাহ নয় বৎসর
বাদসাহি করেণ ৯ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র ওজমোরদ সাপুর বাদসাহ
সত্তর বৎসর বাদসাহি করেণ ৭০ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র সাপুর বাদসাহ পাঁচ
বৎসর বাদসাহি করেণ ৫ । ০

তাহার পর এজদজোরদ সাপুর বাদসাহি করেণ

তাহার পর খোছরো বাদসাহ বাদসাহি করেণ

তাহার পর বহরাম গোর বাদসাহ তেসট্টি বৎসর
বাদসাহি করেণ ৬৩ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র এজদ জোরদ বাদসাহ আঠোর
বৎসর বাদসাহি করেণ ১৮ । ০

তাহার পর তাহার পুত্র হোরমোজদ বাদসাহ এক
বৎসর বাদসাহি করেণ ১ । ০

	বৎসর	মাষ
তাহার পর তাহার ভ্রাতা পিরোজ বাদসাহ বাদসাহি করেণ		
তাহার পর তাহার পুত্র সরষ জয় বাদসাহ বাদসাহি করেণ		
তাহার পর তাহার ভ্রাতা কোবাদ বাদসাহ সাইট বত্সর বাদসাহি করেণ	৬০	০
তাহার পর তাহার পুত্র নওসেরওয়া বাদসাহ আটচল্লিষ বত্সরবাদসাহি করেণ	৪৮	০
তাহার পর তাহার পুত্র হোরমজ বাদসাহ বার বত্সর বাদসাহি করেণ	১২	০
তাহার পর বহরাম জোপিনা বাদসাহ এক বত্সর বাদসাহি করেণ	১	০
তাহার পর খোছরো বাদসাহ আটত্রিষ বত্সর বাদসাহি করেণ	৩৮	০
তাহার পর তাহার পুত্র সেরোওয়া বাদসাহ সাত মাষ বাদসাহি করেণ	০	৭
তাহার পর তাহার পুত্র আরদসির বাদসাহ বাদসাহি করেণ		
তাহার পর কন্নাবিন রোমি বাদসাহ এক বৎসর বাদসাহি করেণ	১	০
তাহার পর তুরান নামে এক কন্যা ছয় মাষ বাদসাহি করেণ	০	৬
তাহার পর আরজম নামে এককন্যা চারিমাষ বাদসাহি করেণ	০	৪

	বৎসর	মাস
তাহার পর যরুখজাদ বাদসাহ একমাষ বাদসাহি করেণ	০ ।	১
তাহার পর এজদ জোরদ বাদসাহ বিশ বৎসর বাদসাহি করেণ	২০ ।	০

এইপর্য্যন্ত ছাছান বংশির দিগের বাদসাহির বিরাম হইল তাহার পর আরব দেশের ওমর নামে বাদসাহর এক সরদার ছাদবেকক্কাছ নামে আসিয়া ইরান দেশ আক্রমন করিয়া আরব দেশের অধিন করিল ॥

IMPERIAL LIBRARY.